Approved by the Calcutta Central Text-book Committee as prize and Library book.

প্রাচীন-কীর্ত্তি।

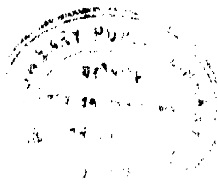
বা

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য।

Seven Wonders of the World.

[প্রাচীন ও পশ্চাৎ আশ্চর্য্য সম্বলিত।]

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।



চতুর্থ সংস্করণ।

Calcutta:
S. C. AUDDY & CO., BOOK-SELLERS & PUBLISHERS
58 & 12, WELLINGTON STREET.
১৩২৪

[মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।]

Printed and published by B. K. Dass for Messrs. S. C. Auddy & Co
At the Wellington Printing Works,
[illegible], Haladhar Pardhan Lane, Calcutta.



ভূমিকা।

বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা বহুবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু মানব তাহার সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও দুই খানি হস্তের দ্বারা বসুধাতলে যে সমুদয় অদ্ভুত ব্যাপার সৃজন করিয়াছে তাহার বিবরণ ও ইতিহাস শ্রবণ করিতে কাহার না হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হয়! প্রাচীনকালের মানবকুলের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিসমূহ, তাঁহাদের অপরিসীম শিল্পচাতুর্য্য ও স্থাপত্য বিদ্যা পারদর্শিতার জাজ্বল্য প্রমাণ। তাঁহারা যে কত অর্থ ব্যয় করিয়া কত নর নারীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া কত কাল ধরিয়া এক একটী অনন্ত-কালস্থায়িনী কীর্ত্তি ধরাধামে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার যথার্থ ইতিহাস শ্রবণ করিতে কাহার না হৃদয়ে ইচ্ছা বলবতী হয়! মিশর দেশের প্রকাণ্ড পিরামিড, বাবিলনের শূন্যস্থিত উদ্যান, রোডস্ দ্বীপস্থ সুবৃহৎ পিত্তলমূর্ত্তির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু যে সকলের যথাযথ ও সম্পূর্ণ বিবরণ অনেকেই অবগত নহেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় এই অদ্ভুত প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের সম্পূর্ণ বিবরণ ও ইতিহাস নিতান্ত বিরল। সেই অভাব দূরীকরণোদ্দেশে আমি বহুবিধ ইংরাজী ও গ্রীক গ্রন্থ হইতে এই কীর্ত্তি-বিবরণ একত্র সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত করিলাম।

এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সাতটী প্রাচীন কীর্ত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। "পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য" বলিয়া যে কথা চির প্রচলিত আছে, অনেকেই সেই সাতটি আশ্চর্য্যকর সৃষ্টির মধ্যে "ভারতীয় তাজমহল, ইংলণ্ডের টেম্‌স নদীর সুড়ঙ্গ ও চীনের প্রাচীর' অন্তর্ভূত করেন। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। ইহাতে প্রকৃত "সপ্ত আশ্চর্য্য" যে কয়টী, সেগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির অধীনে বিবৃত হইল; পরে অন্য তিনটী পশ্চাৎ কীর্ত্তির মধ্যে স্থাপিত হইল। সুতরাং সপ্ত আশ্চর্য্য স্থলে অধুনা পৃথিবীতে দশটী আশ্চর্য্য স্থান পাইয়াছে।

ইহাতে মানবের এই দশবিধ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি নিচয়ের কে রচয়িতা; ইহারা কেন রচিত হইয়াছিল, কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহাদের প্রকৃত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান অবস্থা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক বিস্ময়কর ব্যাপারের এক একখানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

এই পুস্তক খানিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। পুস্তকখানি বালক বৃদ্ধ যবা সকলেরই সুপাঠ্য হইবে আশা করা যায়। এক্ষণে যাহাদের জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে তাহারা ইহার আদর করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকার।



প্রাচীন-কীর্ত্তি—

১। পিরামিড (Pyramid) ১

২। শূন্যস্থিত উদ্যান (Hanging gardens of Babylon) ১৭

৩। অলিম্পীয় জুপিটার (Statue of Jupiter)... ২৮

৪। ডায়েনার মন্দির (Temple of Diana) ... ৩৭

৫। মসোলিয়ম (The Mausoleum) ... ৪৫

৬। আলোক মঞ্চ (The Pharos at Alexandria) ৫২

৭। রোডস্ দ্বীপস্থ পিত্তল মূর্ত্তি (The Colossus of Rhodes) ৫৯

পশ্চাৎ কীর্ত্তি—

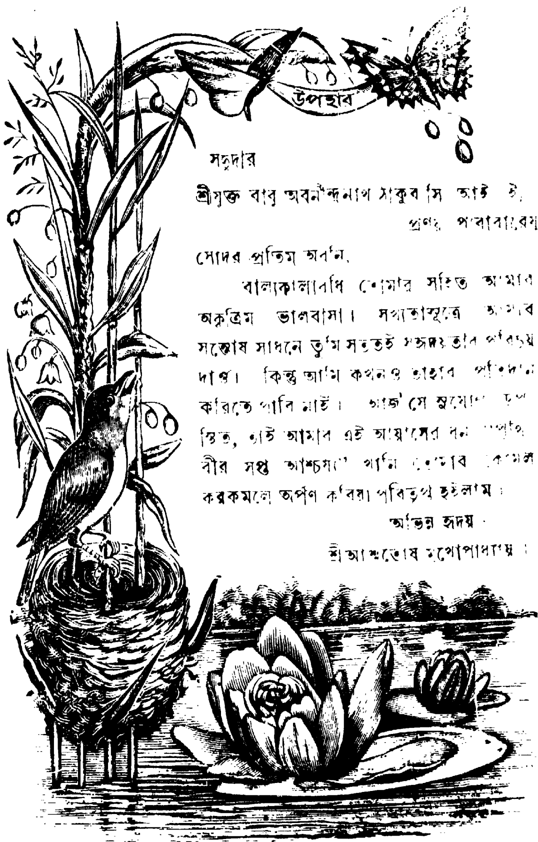
১। তাজমহল (Tajmahal) ৬৯

২। চীন দেশের প্রাচীর (The Chinese Wall) ... ৮১

৩। টেমস নদীর সুড়ঙ্গ (The Thames Tunnel) ... ৮৭

By the same Author.

Clerk's Guide ...	... ১।০	ছেলে ও ছবি ...	... ।৵
Complete Correspondance ...	১৲	ছেলে ভুলান ছড়া ...	... ।/০
Dictionary of Letter-Writing ...	... ।৶০	রাক্ষস খোক্কস ...	... ।৶
Dictionary of Proverbs	... ১৲	ভূত পেত্নী ...	... ।৶
Leisure Hours ...	... ।০	বিবাহের প্রীতি উপহার	... ।০
Gita (Sanskrit & English) ...	৸০	প্রণয় পত্রিকা ...	... ।০
সেতুবন্ধ যাত্রা ...	... ১॥০	ঠকানে প্রশ্ন ...	... ৵০
বিশ্ব-বৈচিত্র্য ...	... ১৲	মেয়েদের ব্রতকথা ...	... ১৲
নিত্য-পূজা-পদ্ধতি ...	... ॥০	চিত্তরঞ্জন উপন্যাস ...	... ১৲



সহৃদার

শ্রীযুক্ত বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই,

প্রণয় পারাবারেষু

সোদর প্রতিম অবনি,

বাল্যকালাবধি তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম ভালবাসা। সখ্যতাসূত্রে আমার সন্তোষ সাধনে তুমি সততই সহৃদয়তার পরিচয় দাও। কিন্তু আমি কখনও তাহার প্রতিদান করিতে পারি নাই। আজ সে সুযোগ উপস্থিত, তাই আমার এই আয়াসের ধন পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য খানি তোমার কোমল করকমলে অর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



I. PYRAMIDS.

পিরামিড ।



প্রাচীন-কীর্ত্তি

বা

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য।

পিরামিড্।

আফ্রিকার অন্তর্গত ইজিপ্ট্ নামক সুবৃহৎ দেশ অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। আরবীয় প্রভৃতি প্রাচ্যজাতি এই দেশকে মিসর দেশ কহিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে এই দেশ সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যের আদর্শ স্থল ছিল। ঐ সকল সভ্যতা এবং ঐশ্বর্য্যের যে সমস্ত চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা অধুনাতন সভ্যতাভিমানী জাতি সমূহেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। পিরামিড্ নামধেয় যে সমস্ত প্রস্তরময় অত্যুন্নত মঞ্চ-সমূহ ভুবন বিখ্যাত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সুসভ্য পাশ্চাত্য অধিবাসিগণও উহার নির্ম্মাণ-কৌশলের রহস্য ভেদে অসমর্থ হইয়া বিস্ময়-রসে পরিপ্লুত হন। এবং ইহাও

নিশ্চয় যে, পরবর্ত্তী বহুশতাব্দী-পর্য্যন্ত উহা মনুষ্যমাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিবে। ঐ সমস্ত পিরামিডের মধ্যে গিজে নামক স্থানে যে তিনটী পিরামিড্ আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তন্মধ্যে "বৃহৎ-পিরামিড্" সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও উন্নত। ঐ সকল পিরামিড্ খৃষ্টীয় শতাব্দীর সহস্র বৎসর কি আরও অধিক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এখনও ইহারা অচলবৎ অচল হইয়া দর্শক মাত্রকেই চমৎকার-সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। উক্ত দেশের জনগণ কত রাজবিপ্লব, কত যুদ্ধ-বিক্রম, কত ঝটিকাদি উপপ্লব সহ্য করিয়া স্ব স্ব কালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্ববিঘ্নকে উপহাস করতঃ অভ্র-ভেদী শিখর সমূহ অদ্যাবধি ধারণ পূর্ব্বক "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই মহাবাক্যের সফলতা সপ্রমাণ করিতেছে।

ইহা কিসে প্রস্তুত ?

উক্ত পিরামিড্ সমূহ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত ; ঐ সকল প্রস্তর এমন সুন্দর রূপে মসৃণ করা হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান কালে কোন উপায়েই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট মসৃণ করা যাইতে পারে না। যে সমস্ত শৈল হইতে উক্ত পাষাণনিচয় সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা পিরামিড্ হইতে স্থলপথে ৬০ মাইল এবং জলপথে ৭০০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। অতএব অনুমান করা যায় যে, অতদূর হইতে সুবৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডসমূহ কি প্রকারে সহজে বহন করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন কালের লোকেই অবগত ছিল।

কোন্ সময়ে কে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

হিরোডোটাস্ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক; তিনি খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ৪৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ৩৯ বৎসর বয়সে যে বৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ইতিহাসের লিখন প্রণালী দর্শনে বোধ হয় যে, তিনি কোন যথার্থ বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন না। তিনি সরল কথায় যাহা নিজে দেখিয়াছেন ও যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা বিভিন্ন ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মেম্ফিসের যাজকগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন যে "বৃহৎ-পিরামিড্" খৃষ্টীয় শকের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ তাঁহার উক্ত পদার্থ দর্শনের ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে, চিওপ্স নামক এক মিসরীয় নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিতে একলক্ষ শ্রম-জীবী বিংশতি বৎসর ক্রমাগত কার্য্য করিয়াছিল। এই পিরামিডের তলভাগের নিম্নে ভূমধ্যস্থিত খিলানযুক্ত ছাদ বিশিষ্ট এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে উক্ত নরপতির সমাধিস্থান আছে। উহার মধ্যে ভূগর্ভস্থ কৃত্রিম খালের মধ্য দিয়া নীল নদীর জল প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয় পিরামিড্ উক্ত রাজার ভ্রাতা সিফ্রেন [illegible] নির্ম্মিত এবং তৃতীয় পিরামিড্ চিওপ্সের পুত্র কর্ত্তৃক নি[illegible] হইয়াছিল।

ইহার বিস্তৃতি ও উচ্চতা।

হিরোডোটাস্ আরও বলিয়াছেন যে বৃহৎ পিরামিডের প্রত্যেক পার্শ্ব পরিমাণে কিঞ্চিন্ন্যূন ৮০০ ফুট্; ইহার আকৃতি চতুষ্কোণ ও ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া উন্নত হইয়াছে; ইহা উচ্চতায়ও

প্রায় ৮০০ ফুট। যে সকল প্রস্তরে পিরামিড্ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কোন খানিই দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফুটের ন্যূন নহে, বরং তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে বৃহত্তর প্রস্তরের সংখ্যাই অধিক। পিরামিড্ নিম্নলিখিত উপায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তলভাগ অপেক্ষা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করিবার জন্য বহুসংখ্যক সোপান অর্থাৎ ধাপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ভাবে কিয়দ্দূর গ্রন্থন করিয়া তুলিবার পর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর উত্তোলন করিবার জন্য প্রতি ধাপে যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল; তাহার সাহায্যে ঐ সকল প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড উহার অত্যুন্নত চূড়া পর্য্যন্ত উত্থাপিত হইয়াছিল। নিম্ন দেশ হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণী আবার লাইম্‌ষ্টোন্ নামক প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত। এই উপরের আচ্ছাদন নিশ্চয়ই শিখরদেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুনিপুণ স্থপতিগণ পিরামিড্ গ্রন্থন সমাপ্ত করিয়া উহার উপরে পরে কেহ না উঠিতে পারে, এইজন্য সুকৌশলে শিখর দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া তলভাগ পর্য্যন্ত প্রস্তরাচ্ছাদনে সোপান সমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। অপরে কহে যে বৃহৎ পাষাণ খণ্ড উত্তোলন করিবার জন্য এক ক্রমোন্নত অর্থাৎ ঢালু মঞ্চ গ্রথিত হইয়াছিল, এই মঞ্চ দ্বারা প্রস্তর সমূহ যতদূর উন্নত স্থানে লইয়া যাওয়া আবশ্যক ততদূর নীত হইত। এই ক্রমোন্নত মঞ্চ মসৃণীকৃত অতি সুন্দর প্রস্তরে গ্রথিত এবং ইহার গঠন প্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে, ইহাও পিরামিডের ন্যায় চমৎকার জনক পদার্থ। এই

ক্রমোন্নত মঞ্চের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ তৃতীয় পিরামিডে যাইবার পথে ইহা বেশ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়; ইহার দৈর্ঘ্য ৮০০ গজ।

দূর হইতে ইহা কিরূপ দেখায়?

যদি কোন ব্যক্তি পিরামিড্ দেখিবার জন্য ভিন্ন দেশ হইতে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি "গ্রাণ্ড্ কায়রো" নামক নগর হইতে পিরামিড্ তিনটীর আকৃতি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। ঐ স্থান হইতে পিরামিড্‌গুলি সরল-রেখাক্রমে পাঁচ মাইল, কিন্তু বোধ হইবে যেন উহারা অতি নিকটেই রহিয়াছে। যাঁহারা দূর হইতে পর্ব্বতচূড়া অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে পিরামিড্ দূর হইতে কিরূপ দেখান সম্ভব। ক্রমে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই বোধ হইবে যেন পথ ফুরায় না, কোন মায়াবলে পিরামিড্‌গণ যেন অগ্রে চলিয়া যাইতেছে। যদি নীল নদীর বার্ষিক বন্যার সময় পিরামিড্ দর্শনে গমন করা যায়, তাহা হইলেই প্রায় কুড়ি মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়; কিন্তু তখন নানারূপ দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে গমন করায় মহা আনন্দ অনুভব করা থাকে।

নিকট হইতে ইহা কিরূপ দেখায়?

যখন পিরামিডের নিকটে উপস্থিত হওয়া যায়, তখন উহার বিস্তৃতি ও উচ্চতা অবলোকন করিয়া এবং পূর্ব্ব কালের এমন প্রকাণ্ড পদার্থ কি প্রকারে প্রস্তুত করিল,

তাহা চিন্তা করিয়া, অন্তঃকরণ একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। নিরূপিত হইয়াছে যে "বৃহৎ পিরামিডে" ষোল কোটি পঞ্চ-ত্রিংশৎ লক্ষ মণ (১৬,৩৫,০০০০০) প্রস্তর নিয়োজিত হইয়াছিল, এবং পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, এই পিরামিড্ গ্রন্থন করিতে এক লক্ষ শ্রমজীবী ক্রমাগত বিংশতি বর্ষ কার্য্য করিয়াছিল। এই প্রকাণ্ড মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে যে প্রস্তর লাগিয়াছিল, তাহা মিসরের উচ্চ ভূমিস্থ থিব্‌স্ নামক স্থান হইতে আনীত হইয়াছিল। পিরামিড্ সমূহের যখন এক মাইল অন্তরে থাকা যায়, তখন বোধ হয় যেন আমরা হস্ত দ্বারা উহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারি। যে ব্যক্তি পিরামিড্ দেখিয়া আসিয়াছে, সে পৃথিবীর কোন স্থানে এমন কোন বস্তু দেখিতে পাইবে না, যাহার সহিত সেই প্রকাণ্ড পদার্থের আংশিক তুলনা করিতে পারে। কোন প্রকাণ্ড বস্তু সন্দর্শন করিলে স্বভাবতঃই এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ আগমন করিয়া কোমল-চিত্ত ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ করিতে থাকে। ইহাতে উক্ত প্রকাণ্ড পদার্থ দর্শন-জনিত যে এক আনন্দ সমুত্থিত হয়, তাহা উক্ত প্রকা[illegible] সভয়ভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। এই কারণেই কোন কোন ব্যক্তি[illegible], যে পিরামিড্ কেবল প্রস্তর সমূহের স্তূপ মাত্র ইহা[illegible] না সৌন্দর্য্য আছে, না চমৎকারিত্ব আছে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না, কারণ সকলের রুচি সমান নয়, কিন্তু চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারে না। যে একবার

সেই অত্যুন্নত, মনুষ্যকীর্ত্তির ধ্বজা সদৃশ পিরামিড্ সমূহ সন্দর্শন করিবে, সে জীবনে কখনও তাহাদের আকৃতি বিস্মৃত হইবে না, বরং সে মাঝে মাঝে উহাদের আকার ধ্যান করতঃ মুহূর্ত্তকাল অন্যমনস্ক হইয়া পড়িবে।

ইহাতে আরোহণ করিলে কিরূপ দেখা যায়?

বৃহৎ পিরামিডের তলভাগে উপস্থিত হইলে, এমন কোন লোক নাই যে, সে বিস্ময়ের সহিত ইহার উচ্চতা ও বিস্তৃতি অবলোকন করিবে না। তাহার বোধ হইবে যে ইহার শিখরদেশ মেঘ-লোকে বিরাজমান রহিয়াছে। এই পিরামিডের অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া যে প্রস্তর গ্রথিত হইয়াছিল, তাহা কোন কোন সময়ে মিসরের বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ খুলিয়া লইয়া আপনাদের অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই জন্য ইহার গাত্র এক্ষণে সোপান রাজি-বিরাজিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। আরব জাতিই এক্ষণে মিসরের অধিবাসীর মধ্যে ধরিতে হইবে। উহারা কৌতুক বশতঃ ঐ সকল সোপান মধ্য দিয়া পিরামিডের উপরে উত্থিত হয়, এবং বিদেশীয় দর্শকদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে উপরে উঠাইয়া দেয় এবং অপরাপর সমস্ত দৃশ্য দর্শন করাইয়া থাকে। যখন উহারা উন্নত স্থানে উত্থিত হয়, তখন নিম্নদিকে দেখিলে উহাদিগকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখায়। এই পিরামিড্ কেবল প্রদক্ষিণ করিয়া ও নিম্ন হইতে উচ্চতা দৃষ্টি করিয়া উহার প্রকাণ্ডাবয়বের সম্যক

উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ইহার উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলে বুঝা যায় যে, পিরামিড্ বাস্তবিক কি অদ্ভুত প্রকাণ্ড পদার্থ। উপরে অর্দ্ধ পথে উঠিয়া নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনুষ্যগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় দেখাইয়া থাকে। এবং উপরের দিকে চাহিলেও নিজের নিকট হইতে চূড়া পর্য্যন্ত কত দূর, তাহা উপলব্ধি করিলে পিরামিডের যথার্থ প্রকাণ্ডাবয়ব অনুভব করা যায়। ইহার উপরে উত্থিত হইলে চতুর্দ্দিকে বহুদূর নয়নগোচর হয়, এমন কি লাইবিয়া ও আরব্য দেশ দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে।

পিরামিড্ সম্বন্ধে অভিমত।

বেলজোনি নামক এক ভ্রমণকারী "বৃহৎ পিরামিড্" সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"আমরা অরুণোদয়ের প্রাক্কালে বৃহৎ পিরামিডের শিখরদেশে আরোহণ করিলাম; সেই স্থান হইতে সূর্য্যোদয় দর্শন করিব, এই আমাদের অভিলাষ ছিল। আমরা দেখিলাম দক্ষিণাংশে অপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পিরামিড্ সমূহ বহুদূর অন্তরে অন্তরে অবস্থিতি করিতেছে; ইহাতে যে প্রাচীন রাজধানীর পিরামিড্ সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কত ব্যাপিতা, সহজেই অনুভব করা যায়। পশ্চিমদিকে নয়ন নিপতিত হইলে দেখিলাম যে বিস্তীর্ণ মরুভূমি সর্ব্বশক্তিমান স্থষ্টিকর্ত্তার অসীম ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উত্তর দিকে উর্ব্বরা মিসরীয় ভূমি নানা উদ্ভিজ্জ সমূহে পরিপূর্ণ এবং তাহার মধ্য দিয়া নীল-

নদ স্বীয় ভুজঙ্গবৎ বক্র কলেবর ধারণ করতঃ সাগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। পূর্ব্বাংশে কায়রো নগরের সমৃদ্ধি ও শোভা স্পষ্ট নয়নপথে পতিত হয়।”

এক্ষণে আমরা ডাক্তার্ লেপ্‌সিয়াসের পিরামিডারোহণ সম্বন্ধীয় বিবরণ সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিলাম।

“আমরা যখন আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিলাম তখন প্রায় ৩০ জন বেডুইন্ (তদ্দেশীয় জাতি বিশেষ) আমাদের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল, এবং আমাদিগকে হস্তালম্ব প্রদান করিয়া সোপান সমূহের উপর উত্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিল। ঐ সমস্ত সোপান একটী হইতে অপরটী তিন বা চারি ফুট উচ্চ। যেইমাত্র যাত্রা করিবার সঙ্কেত করা হইল অমনি বেডুইন্‌গণ আমাদিগকে টানিয়া উপরে তুলিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বৃহৎ পিরামিডের শিখরদেশে উপস্থিত হইলাম। তখন চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিয়া নানা দৃশ্য এককালে নয়নগোচর করতঃ এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে ক্ষণকাল মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। তৎপরে নিম্নাভিমুখে অবলোকন করিয়া দেখি, একদিকে নীলনদের উপত্যকা, বন্যাপ্লাবিত সমুদ্রবৎ দেশ ও তাহার মধ্যে মধ্যে দ্বীপবৎ গ্রাম সমূহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; অপর দিকে বিখ্যাত মরুভূমি; ইহার তুলনা দিবার বস্তু জগতে নাই।”

ইহার অবয়ব।

এই পিরামিডের অবয়ব সম্বন্ধে যদি কিছু বুঝিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই পিরামিডের তলভাগের বিস্তৃতি ৫৫০০০০ বর্গফুট্। পিরামিড্ মাত্রেই সমচতুষ্কোণ; উহার চারিপার্শ্ব পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারিদিকে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করে। উক্ত বৃহৎ পিরামিডের প্রত্যেক পার্শ্ব সুতরাং ৭৪০ ফুটেরও অধিক। এই পিরামিডের শিখরভাগের কিয়দংশ এখন আর নাই; কেহ ভগ্ন করিয়াছিল, কি কালের গতিতে আপনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা এক্ষণে কেহ বলিতে পারে না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পিরামিড্ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করিবার জন্য সোপান-সমূহ গ্রথিত করা হইয়াছিল, অর্থাৎ যতই উপরে গ্রন্থন করা হইয়াছিল, ততই পিরামিডের পার্শ্ব পরিমাণ হ্রস্ব করা হইয়াছিল। ইহাতেই ক্রমশঃ ধাপে ধাপে সরু হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ধাপ বা সোপানের পরিমাণ ২০৩টী; কিন্তু যতই উপরে উঠা যায়, সোপান সমূহের উচ্চতা ততই ন্যূন; তবে ঐরূপ নূন্যতা কোন একটা নিয়মের অধীন নহে। সর্ব্বাপেক্ষা যে সোপানটী উচ্চ তাহার পরিমাণ ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। এবং যেটী সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, সেটী ১ ফুট ৮ ইঞ্চি। সোপানের যে স্থানে পা দিয়া উঠিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ সমতল এবং প্রস্তর সমূহ কাটিয়া অতি সুন্দরভাবে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অত্যল্প বালুকা মিশ্রিত চূর্ণ দ্বারা প্রস্তর সমূহ

সংযোজিত হইয়াছে। এই পিরামিডের ভিত্তি এক শৈলের অঙ্গ; কথিত আছে উহার মধ্যে সর্ব্বত্র ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ত্তন করতঃ পিরামিডের প্রথম প্রস্তর রাজি তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই পিরামিডের উচ্চতা, যখন শিখরভাগ অক্ষুন্ন ছিল, তখন ৫০২ ফুট্ ছিল। এক্ষণে শিখরদেশস্থ যে ভাগ বর্ত্তমান আছে নিম্ন হইতে ততদূর পর্য্যন্ত ৪৫৬ ফুট্ বা ৩০৪ হাত। এই শিখরভাগের প্রতি পার্শ্ব ৩২ ফুট্ ৮ ইঞ্চি, ছয়খানি সমচতুষ্কোণ প্রস্তর দ্বারা এই ভাগ আচ্ছাদিত হইয়াছে; নানা সময়ে নানা দর্শকগণ ইহার উপর উঠিয়া ছুরিকাদ্বারা প্রস্তরে নিজ নিজ নাম ক্ষোদিত করিয়াছে। এই সমস্ত নামের মধ্যে গ্রীক্, আরবীক্, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজের নামও দেখা যায়। অনুমান হয় আট বা নয় থাক্ সোপান বিনষ্ট হইয়াছে। ১৫০ বৎসর গত হইল জেমিলি নামক এক পর্য্যটক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে এই পিরামিডের ২০৮টী সোপান, ইহার উচ্চতা ৫২৮ ফুট্ এবং সর্ব্বোচ্চ প্রদেশের প্রত্যেক পার্শ্বে ১৬ ফুট্ আট ইঞ্চি।

ইহার আভ্যন্তরিক বিবরণ।

এই পিরামিডের মধ্যভাগে কি আছে বা না আছে, তাহা পিরামিড্ যাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা অতি গোপনে রাখিবার নিমিত্ত প্রবেশ পথ এরূপে রুদ্ধ করিয়াছিল, যে বাহির হইতে কোন ক্রমেই তাহা নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু যখন উহার গাত্রাবরণ প্রস্তরসমূহ মহম্মদীয়গণ

উন্মোচন করিয়াছিল, তখন বোধ হয় উহারাই কোনরূপে উহার প্রবেশ দ্বারের সন্ধান পায়, এবং আবরক প্রস্তর সমূহ উদ্ঘাটন করতঃ উহার মধ্যে প্রবেশ করে। এই প্রবেশদ্বার পিরামিডের উত্তরাংশে, তলভাগ হইতে ৪৫ ফুট উপরে, প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। মরুভূমির উড্ডীয়মান বালুকারাশি প্রভৃতি দ্বারা উক্ত প্রবেশদ্বার প্রায় রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাহারা এই সকল বালুকা ও ধূলিরাশির উপর দিয়া অতি ক্লেশে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের বর্ণনা শ্রবণ কর। "ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখা যায় যে, নিম্নভাগে নামিবার নিমিত্ত এক চতুষ্কোণ গহ্বর ও তন্মধ্য দিয়া এক ক্রম নিম্ন পথ। এই চতুষ্কোণ গর্ত্তের মুখভাগ পরিমাণে ১২ বর্গ ফুট্ অথবা প্রত্যেক পার্শ্বে ৩।৷৹ ফুট। এই পথ দিয়া ১০০ ফুট্ নামিয়া দেখা গেল, যে পথটা দক্ষিণ দিকে ফিরিয়াছে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া আট বা নয় ফুট এক উচ্চ স্থানে উঠিয়াছে এবং তথায় এক সমতল পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সমতল পথ বাস্তবিক সমতল নহে, ক্রমশঃ ১০০ ফুট গমন করিলে ৫ ফুট্ ঊর্দ্ধে উঠা যায়। এই স্থানে দেখা যায় যে উপরিভাগে একটা কূপের মুখ-তুল্য অংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কর্ম্মকারগণ যখন উপরে যাইবার পথ গ্র্যানিট্ নামক প্রস্তর-গ্রন্থনে সংরুদ্ধ করিয়াছিল, তখন ঐ কূপমুখবৎ গর্ত্তের ভিতর দিয়া নিম্নে আগমন করে। তৎপরে তাহারা ক্রমে প্রবেশ-পথে আসিয়া তাহা সংরুদ্ধ করিয়াছিল। যে স্থানে উপরে

যাইবার পথ গ্র্যানিট্ প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া গমন করিলে কি দেখা যায়, তাহা জানিবার নিমিত্ত ঐ রুদ্ধ পথের পার্শ্বভাগ কাটিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মধ্য দিয়া উপরে উত্থিত হইলে পিরামিড্ মধ্যস্থিত প্রধান গ্যালারিতে গমন করা যায়। অনেকটা পথ চলিয়া গেলে "রাণীর কাম্‌রা" দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাম্‌রা ১৭ ফুট্ লম্বা ১৭ ফুট্ আড়ে এবং ১২ ফুট্ উচ্চ। এই কামরা হইতে অপর এক পথ দিয়া অন্য এক পথে প্রবেশ করা যায়; ইহা এক্ষণে ভগ্ন প্রস্তর ও রাবিশে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই পথ দিয়া উত্থিত হইলে ১২০ ফুট্ অন্তরে "রাজার কাম্‌রায়" প্রবেশ করা যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৭ ফুট্ প্রস্থে ১৭ ফুট্ এবং উচ্চতায় ২০ ফুট্। এই কামরার প্রাচীর রক্তবর্ণ গ্রানিট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত; তাহা অত্যুৎকৃষ্টরূপে মসৃণ করা; এবং প্রত্যেক প্রস্তর খানি গৃহের তলভাগ হইতে ছাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ছাদও অত্যুৎকৃষ্ট মসৃণ করা নয়টী প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত; প্রত্যেক প্রস্তর এক প্রাচীর হইতে অপর প্রাচীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই গৃহে বোধ হয় এককালে পৃথিবীর এক ক্ষমতাশালী রাজা শয়ন করিয়া চির নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং বোধ হয় এই রাজার কবরের জন্যই এই প্রকার পিরামিড্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার অস্থি পর্য্যন্ত আর দেখা যায় না। কিন্তু এক্ষণে তিনি কোথায়? তৎকৃত কীর্ত্তি সন্দর্শন করতঃ অদ্য চারি সহস্র বৎসর যে

পৃথিবীর সর্ব্বজন বিস্ময় মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আসিতেছে, তিনি কি তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিতেছেন? যে প্রস্তরময় শয্যায় তিনি শয়ন করিয়াছিলেন তাহা যেরূপ প্রশস্ত তাহাতে এক্ষণে যে পথ অবগত হওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা উহা প্রবেশ করান যায় না। ইহাতে বোধ হয় পিরামিড্ গ্রন্থনের সময় উহা স্থাপিত হইয়াছিল, অথবা বর্ত্তমান ভাবে পথ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে উহা তথায় নীত হইয়াছিল। ঐ স্থানের সর্ব্বত্রই ঘোর অন্ধকার, কারণ আলোক যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হস্ত দ্বারা প্রাচীর ঘর্ষণ করিলে এবং দেয়াশলাই জ্বালিয়া দেখিলে জানা যায় যে, অতি সুন্দর পরিপাটীরূপে মসৃণ করা রক্তবর্ণ গ্রানিট্ প্রস্তরে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই এমন অত্যুত্তম শিল্প ক্রিয়া কি জন্য চিরকাল মানব চক্ষু হইতে গোপনে রাখা হইয়াছিল তাহা বলিবার যো নাই।

পিরামিডের মধ্যভাগে নানা স্থানে যাইবার পথ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে; সেই সমস্ত পথ কোথাও নিম্নদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা ক্রমোন্নত হইয়া উপরে উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল পথ দ্বারা গমন করিলে স্থানে স্থানে কাম্‌রা ও তন্মধ্যস্থ শব শয্যা অবলোকন করা যায়। কৌশল পূর্ব্বক ঐ সকল পথ নানা স্থানে অপরিজ্ঞেয় ভাবে রুদ্ধ আছে। ইহাতে সমস্ত পিরামিড্ মধ্যে কত পথ ও কত কাম্‌রা আছে তাহা আজিও নির্ণয় হয় নাই। পিরামিডের

মধ্যভাগে এত স্থান আছে যে পূর্ব্বোক্ত রাজার কামরার মত সাত হাজার কাম্‌রা উহার মধ্যে ধরিতে পারে। সমস্ত পিরামিডের ঘন পরিমাণ ৮৫০০০০০০ ঘন ফুট্।

দ্বিতীয় পিরামিড্ দীর্ঘতায় প্রত্যেক পার্শ্বে ৬৮৪ ফুট্ এবং উচ্চতায় ৪৫৬ ফুট্। যে শৈলের অঙ্গে এই পিরামিড্ প্রস্তুত তাহা বৃহৎ পিরামিডের ভিত্তি শৈল অপেক্ষা উন্নত; এই জন্য উহা কাটিয়া উভয়ের সহিত এক সমতল করিতে হইয়াছে। বেলজোনি অনেক কষ্টে দ্বিতীয় পিরামিড্ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৃহৎ পিরামিডে যেরূপ পথ আছে, তাহারও তদ্রূপ পথ; সেই পথে গমন করিলে যে কাম্‌রা মধ্যে প্রবেশ করা যায় তাহা দৈর্ঘ্যে ৪৬ ফুট্ ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৬ ফুট্ ৩ ইঞ্চি, এবং উচ্চতায় ২৩ ফুট্ ৩ ইঞ্চি। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে উইল্ডী নামক এক সাহেব ইহার শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই পিরামিডের গাত্রাবরণ সর্ব্বত্র স্খলিত হয় নাই। সুতরাং উঠিতে আরও ক্লেশকর। তদুপরি ইহার সোপানগুলি বৃহৎ পিরামিডের মত প্রশস্ত নয়। ইহার শিখরভাগের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। উইল্ডী দুইজন আরবের সাহায্যে বহু কষ্টে উহার শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। চূড়ার উপর অধিক স্থান নাই, তিন জনে বহু কষ্টে কিয়ৎকালের জন্য অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পিরামিড্ দৈর্ঘ্যে প্রত্যেক দিক্ ৩৩০ ফুট্ ও উচ্চতায় ১৭৪ ফুট্। এই পিরামিড্ প্রথমে লম্বভাবে গ্রথিত

হয়। পরে ক্রমোন্নত ধাপ সমূহ উহার গাত্রে সংযোজিত করা হয়। এই পিরামিডের গাত্রাবরণ এখনও বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সমস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত হওয়ায় দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল হাউয়ার্ড ইহার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তন্মধ্যস্থ রাজার শবদেহ লইয়া গিয়া ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ নামক কৌতুকাগারে স্থাপিত করেন। তৃতীয় পিরামিডের নিকটে একটী চতুর্থ পিরামিড্ আছে। ইহার তলভাগ ১৩০ ফুট্। যখন ফরাসীরা ইজিপ্তে অবস্থিতি করিতেছিল তখন তাহারা ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কুবুদ্ধি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ঐ স্থানে আরও অনেকগুলি পিরামিড্ আছে তাহার মধ্যে একটী চিওপ্সের কন্যা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।





2. HANGING GARDENS OF BABYLON.

বাবিলনের প্রাচীর, ও তৎস্থিত উদ্যানস্থ রাজভবন।



বাবিলনের প্রাচীর, মন্দির ও

শূন্যস্থিত উদ্যানসমেত রাজভবন।

নগরের কথা।

অতি প্রাচীন কালে আসিয়ার অন্তর্গত ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ বাবিলোনিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান বোগ্দাদ্ নগরের ৫০ মাইল দক্ষিণে উক্ত নদীর তীরে প্রসিদ্ধ বাবিলন নামক নগর ছিল। কোন্ সময় উক্ত নগর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে প্রসিদ্ধ রাজা নেবুকড্‌নেজার ঐ নগরের সমৃদ্ধি, উন্নত সীমায় আনয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত নগর বর্ত্তমান সময়ের তিন কিংবা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণ বিকসিত অবস্থায় ছিল।

পূর্ব্বে পুরাবৃত্তবিদ্ হিরোডোটাসের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, তিনি খৃষ্টীয় শক আরম্ভ

হইবার ৪৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ৩৯ বৎসর বয়সে এক সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁহার ইতিহাসে বাবিলন নগর কোন্ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে অনুমান হয়, উক্ত নগর এতই পুরাতন যে হিরো-ডোটাস্ পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। হিরো-ডোটাস্ নিজে বাবিলনে গমন করিয়া যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং অপরাপর লেখকগণও তৎসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহার সারাংশ সঙ্কলন পূর্ব্বক আমরা বাবিলনের অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা বর্ণন করিতেছি।

এই নগর সমচতুষ্কোণ; ইহার প্রত্যেক দিক্ ছয় ক্রোশের অধিক। নগর প্রদক্ষিণ করিতে হইলে অবশ্যই প্রায় ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। নগরের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিক প্রশস্ত খাতে পরিবেষ্টিত; খাতের পার্শ্বভাগ ইষ্টকদ্বারা শান-বাঁধান এই প্রশস্ত খাত খনন করিয়া যে মৃত্তিকারাশি উত্তোলিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা ইষ্টক প্রস্তুত হয়, সেই ইষ্টকদ্বারা নগরের চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরবেষ্টিত হইয়াছিল।

প্রাচীরের কথা।

এই প্রাচীর সর্ব্বত্র দুইশত হস্ত উন্নত এবং পঞ্চাশ হস্ত প্রশস্ত। এই প্রাচীর গ্রথিত করিতে যে সকল ইষ্টক নিয়ো-জিত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার খনিজ পীচ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। খাতোত্থিত মৃত্তিকাদ্বারা এই সকল ইষ্টক নির্ম্মিত হওয়ায় খাত যে কিরূপ প্রশস্ত ছিল তাহা অনুমান কর।

প্রথমেই উভয় পার্শ্বে ইষ্টক গ্রথিত প্রশস্ত খাত, এবং তাহার পরেই উন্নত ও প্রশস্ত প্রাচীর। সেই প্রাচীরের উপরিভাগে প্রত্যেক ধারে উন্নত টাউয়ার বা মঞ্চ সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক মঞ্চের সম্মুখ ভাগ অপর পার্শ্বস্থ মঞ্চের দিকে অবস্থিত থাকায় উভয় পার্শ্বস্থ মঞ্চ সমূহ পরস্পরের দিকে সম্মুখীন ছিল। ইহাদের মধ্যস্থলে এরূপ স্থান ছিল যে, তথায় চারি-ঘোড়ার গাড়ী করিয়া অনায়াসেই গমন করা যাইত।

উক্ত প্রাচীর মধ্যে প্রত্যেক দিকে ২৫টী করিয়া সমুদায়ে এক শত প্রবেশ-দ্বার বা গেট্ ছিল। এই সমস্ত দ্বার ঘন পিত্তলে নির্ম্মিত এবং ইহাদের আকার ও দুর্ভেদ্যত্ব আলোচনা করিলে উহাদের প্রত্যেকটীই এক এক অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। ইউফ্রেটিস্ নদী এই নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, ইহাতে নগরটী মধ্য ভাগে দুই অংশে বিভক্ত। এই নদীর তীরে উভয়দিকেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রাচীর বরাবর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রাচীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়ব পিত্তল নির্ম্মিত দ্বার সমূহ বিরাজমান ছিল; সেই দ্বার হইতে নদী স্রোত পর্য্যন্ত প্রশস্ত ঘাট শোভা পাইত। নদীর উভয়তীরে সর্ব্বাংশেই সুন্দর শান বাঁধান ছিল। এই নদীর উপর এক আশ্চর্য্য সেতু নির্ম্মিত ছিল; ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে চারিশত হাত এবং বিস্তার প্রায় ২০ হাত। নদী গর্ভ বালুকাময় হওয়াতে উক্ত সেতুর ভিত্তি অদৃঢ় হওয়াই সম্ভব, কিন্তু এরূপ কৌশলে উক্ত অন্তরায় অতিক্রান্ত হইয়াছিল যে, আধুনিক বিজ্ঞ

পূত্তবিদ্ পণ্ডিতগণেরও তাহা নির্ণয় করিতে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ প্রাচীর মধ্যস্থিত বৃহৎ প্রবেশদ্বার সমূহের একটী হইতে অপরটীর মধ্যভাগে তিনটী করিয়া চৌকী-মঞ্চ গ্রথিত ছিল। এই মঞ্চের উচ্চতা উক্ত প্রাচীরের উচ্চতা অপেক্ষা দশ ফুট্ অধিক। প্রাচীরের চারি কোণে চারিটী অতিরিক্ত চৌকী-মঞ্চ ছিল এবং এই মঞ্চ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক দিকের গেট্ মধ্যে অপর তিনটী করিয়া অতিরিক্ত চৌকী-মঞ্চ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ২৫০টী চৌকী-মঞ্চ ছিল, ইহারও অধিক নির্ম্মিত হইতে পারিত, কিন্তু উক্ত নগরের একদিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমি অবস্থিত করায় সেদিকে শত্রুর আগমন অসম্ভব বোধে চৌকী-মঞ্চ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা হয় নাই। উক্ত প্রশস্ত সমচতুষ্কোণ নগর মধ্যে পঞ্চাশটী রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল; এক একটী পথ একদিকের প্রবেশদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া সরল রেখাক্রমে অপরদিকস্থিত প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছিল। ইহাতে পথ সমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন করায় ৬২৬টী প্রশস্ত সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকস্থিত প্রাচীরের পাদদেশে নগরাভ্যন্তরভাগে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অপর এক প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত পথ দুইশত ফুট প্রশস্ত; অপর পথগুলি ১৫০ ফুট প্রশস্ত। পথের ধারে ধারে বৃহৎ ত্রিতল ও চারিতল সুশোভিত বাটী সমূহ শোভা পাইত এবং পূর্ব্বোক্ত সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রগুলি উদ্যানাদির জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। বাটী সমূহ পরস্পর

সংযুক্ত ছিল না, এক বাটী হইতে অপর বাটীর মধ্যে অনেকটা করিয়া ফাঁকা জমী থাকিত; ইহাতে বায়ুর স্বচ্ছন্দ গমনাগমন হওয়ায় বাটী সমূহ স্বাস্থ্যজনক ছিল। বাবিলনের শিল্প বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা, স্থাপত্য ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আলোচনা করিলে তাহারা যে অতিশয় উন্নত প্রণালীর ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বর্ত্তমানে এরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সময়েও উক্ত নগরের প্রাচীরাদি গঠনের রহস্যভেদ হয় নাই; তাই উহা অদ্যাবধি অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

বেলুস দেবের মন্দির।

উক্ত বাবিলন-নগর মধ্যে বেলুস নামক তদানীন্তন উপাস্য এক দেবতার মন্দির অবস্থিত ছিল। এই মন্দির যথার্থই এক অদ্ভুত পদার্থ। এক সমচতুষ্কোণ স্থানের চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত; তাহার মধ্যস্থলে উক্ত মন্দির। এই সমচতুষ্কোণ স্থানের প্রত্যেক দিক্ প্রায় সাত শত হস্ত দীর্ঘ। মধ্যস্থলে অতি প্রশস্ত মন্দির; প্রথম এক থাক্ গ্রথিত হইয়াছে, তৎপরে তাহার উপরিভাগে অপর এক থাক্, এইরূপে মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত আট থাক্ গ্রথিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের বহির্ভাগে ইহার গাত্র বেষ্টন করতঃ এক সিঁড়ি চূড়া পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল; এই সিঁড়ির মধ্যস্থলে এক প্রশস্ত স্থান ছিল, ইহাতে মন্দিরের উপরিভাগে যাহারা উঠিত তাহারা বিশ্রাম করিতে পারিত। ইহার সর্ব্বোপরিস্থ থাকের মধ্যে এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহা বেলুসদেবের জন্য বিশিষ্টরূপে উৎসর্গীকৃত। ইহার

মধ্যে এক সুসজ্জিত পালঙ্ক ও তন্নিকটে স্বর্ণ নির্ম্মিত এক নিরেট উচ্চ আসন সংস্থাপিত ছিল। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে সুবৃহৎ স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ উহার শোভা বৃদ্ধি করিত। ইহার প্রত্যেকে যে স্বর্ণ নিয়োজিত হইয়াছিল তাহার মূল্য প্রায় ৩০,০০,০০,০০০ ত্রিশকোটি টাকা। এই মন্দিরের তল-ভাগে প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ৪০০ হাত এবং মন্দিরের উচ্চতা লম্বভাবে ৪০০ হাত। ইহাতে এই মন্দির উচ্চতায় বৃহত্তম পিরামিড্‌কেও পরাজিত করিয়াছে; এমন কি তাহা অপেক্ষা প্রায় ৮০ হাত অধিক উন্নত। এই মন্দির সমস্ত ইষ্টক ও পীচের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহার নিম্নভাগ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত নানাস্থানে নানা প্রকোষ্ঠ অবস্থিত; ইহা-দের ছাদ খিলান করা এবং বড় বড় স্তম্ভদ্বারা তাহা সংরক্ষিত। সর্ব্বোপরিস্থ প্রকোষ্ঠ মধ্যে গ্রহনক্ষত্রাদি পরিদর্শনার্থ যন্ত্রাদি স্থাপিত ছিল, ইহাতে অত পূর্ব্বকালেও জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নেবুকড্‌নেজারের সময় পর্য্যন্ত উক্ত মন্দিরস্থ সমস্ত গৃহ দেবোপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইত; উক্ত রাজা ঐ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি গৃহাদি সংযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত মন্দিরের সীমা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাতে মন্দিরের সীমা চতুষ্পার্শ্বে এক মাইল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল মন্দির ও গৃহাদির চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল; তাহার পরিমাণ প্রাদক্ষিণ্যানুসারে আড়াই মাইল হইয়া-

ছিল। এই প্রাচারের মধ্যভাগেও অনেকগুলি পিত্তল নির্ম্মিত বৃহৎ প্রবেশদ্বার ছিল। এই মন্দির জরাক্সিসের সময় পর্য্যন্ত অবস্থিত ছিল। কিন্তু জরাক্সিস্ গ্রীসায় যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন, এবং তন্মধ্যস্থ বহুমূল্য দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করেন। এই সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদির মধ্যে স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি গুলিই প্রধান। এই সকল প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে একটী ৪০ ফুট উন্নত ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকে নেবুকড্‌নেজারের স্বর্ণমূর্ত্তি ৬০ হস্ত উন্নত ছিল বলিয়া লিখিত আছে; তাহা বোধ হয় উক্ত মূর্ত্তির পাদ পীঠ সমেত ধরিয়া পরিমিত হইয়া থাকিবে। এই প্রতিমূর্ত্তির বেড় ছয় হাত, ইহাতে উহা কখনই ৬০ হাত উন্নত হইতে পারে না; কারণ অত্যন্ত ক্ষীণ মনুষ্যেরও দৈর্ঘ্য তাহার কটিদেশের বেড় অপেক্ষা ছয় গুণের অধিক হয় না। প্রতিমূর্ত্তির কোন অংশের বেড় পরিমিত হইয়াছিল তাহা কথিত হয় নাই। বোধ হয় বক্ষঃস্থলের বেষ্টন পরিমিত হইয়া থাকিবে, কারণ তাহা হইলেই উহার দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট্ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এত বড় স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ৬৫০ মনের অধিক স্বর্ণ নিয়োজিত হইয়াছিল। অপরাপর স্বর্ণ মূর্ত্তির মিলিত স্বর্ণ পরিমাণ উক্ত বৃহৎ মূর্ত্তির ছয় গুণ হইবে; ঐ সমস্ত স্বর্ণই বিশুদ্ধ। তদ্ভিন্ন নানাবিধ অপর সাজসজ্জা তথায় বিরাজ করিত; তাহাদের মূল্যও নিতান্ত অল্প নহে। জরাক্সিস্ সেই সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতীয় বিজয়লাভের পর প্রত্যাবর্ত্তন

করেন তখন বাবিলনে গমন করিয়া ভগ্নাবশিষ্ট নগর পুনর্গ্রথিত করিতে উদ্যত হন। এই কার্য্য সম্পাদনার্থ তিনি ১০০০০ লোক ভগ্ন ইষ্টকাদি পরিষ্কার করিবার জন্য নিয়োজিত করেন। কিন্তু তাহারা দুই মাস কার্য্য করিতে না করিতেই আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যু হয়, সুতরাং কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। তিনি যদি জীবিত থাকিতেন এবং বাবিলন তাঁহার রাজধানী করি-তেন তাহা হইলে উহা পুনর্ব্বার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিত, তাহার সন্দেহ নাই। এবং নেবুকড্‌নেজার নগরটীকে যে ভাবে উন্নত করিবেন মনে করিয়াছিলেন, আলেক্‌জাণ্ডর দ্বারা সেই ভাবে উন্নত হইতে পারিত।

ইউফ্রেটিস্‌ নদীর পূর্ব্ব-তীরে এই মন্দির অবস্থিত ছিল। এই মন্দিরের পরেই পুরাতন রাজপ্রসাদ; প্রাদক্ষিণ্যক্রমে ইহার পরিমাণ চারি মাইল। এই পুরাতন রাজপ্রসাদের ঠিক সম্মুখভাগে নদীর অপর তীরে নেবুকড্‌নেজার নূতন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা পুরাতন রাজভবন হইতে চারিগুণ বৃহত্তর; ইহার বেড় সুতরাং আট মাইল। তিন থাক্ প্রাচীর এই স্থানকে বেষ্টন করিয়াছিল। এক থাক্ অপর থাকের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। এই প্রাসাদের মধ্যে যেটী বর্ণনা করা যাইবে সেইটীই অদ্ভুত; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লম্বমান উদ্যান অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। নেবুকড্‌নেজার অপর যে সমস্ত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি রাখিয়া যান তাহার মধ্যে কৃত্রিম নদী ও কৃত্রিম হ্রদ অত্যন্ত বিস্ময়জনক। নদীর অতি-

রিক্ত প্লাবন নিবারণ করিবার জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে যখন আর্ম্মেনীয় পর্ব্বতস্থ তুষাররাশি দ্রবীভূত হইয়া প্রবলবেগে ইউফ্রেটীস্ নদীর মধ্যে প্রবেশ করিত, তখন তীর প্লাবিত হইয়া বাবিলোনিয়া রাজ্যের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়া পড়িত; এই অনর্থ নিবারণের জন্য উক্ত রাজা নদীর পূর্ব্বদিকে দুইটী প্রশস্ত খাল কাটাইয়া বহুদূরস্থ টাইগ্রিস্ নদীর সহিত উহাদের সংযোগ সম্পাদন করেন। ইহাতে অতিরিক্ত জল ঐ দুই খালের মধ্য দিয়া টাইগ্রিস্ নদীতে গিয়া পতিত হইত।

শূন্যস্থিত উদ্যান।

পূর্ব্বোক্ত উদ্যান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, এক সমচতুষ্কোণ স্থানের সর্ব্বত্র প্রথম খিলানময় ছাদ-যুক্ত গৃহ সমূহে পরিব্যাপ্ত করা হয়; তৎপরে তাহার উপরিভাগে পুনর্ব্বার ঐরূপ খিলান করা ছাদযুক্ত গৃহ সমূহ নির্ম্মিত হয়; তৎপরে তাহার উপরিভাগে ঐ প্রকার গৃহ সমূহ নির্ম্মিত হয়; এইরূপে যখন পূর্ব্বোক্ত নগরবেষ্টক বৃহৎ প্রাচীরের সমান উচ্চ হইয়াছিল, তখন তাহার উপরিভাগে উদ্যান নির্ম্মিত হয়। উক্ত সমচতুষ্কোণ স্থানের প্রত্যেক দিক্ পরিমাণে ৪০০ ফুট্ বা ২৬৬ হাত। বাইশ ফুট্ ভিত্তিবিশিষ্ট এক পরিবেষ্টক প্রাচীর-দ্বারা উক্ত বৃহৎ মঞ্চ সুরক্ষিত। এক তালা হইতে অপর তালায় উঠিবার জন্য দশ ফুট্ প্রশস্ত সোপানরাজি চতুর্দ্দিকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরিভাগে প্রথমতঃ বৃহদবয়ব সমতল প্রস্তর সমূহ বিন্যস্ত হয়; ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট্ এবং

বিস্তার ৪ ফুট্। ইহার উপরিভাগে বহুল পরিমাণ পীচ্ মিশ্রিত কাষ্ঠখণ্ড সমূহ সংস্থাপিত হয়; তাহার উপরিভাগে পীচদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত দুই থাক্ ইষ্টক সাজান হয়; তাহার উপর ঘন করিয়া সীসক বিন্যস্ত হয় এবং তদুপরি মৃত্তিকারাশি সংস্থাপন পূর্ব্বক উদ্যান গঠিত হয়। তলভাগ এ প্রকার সুদৃঢ় করিবার তাৎপর্য্য এই, যে মৃত্তিকার রস খিলানযুক্ত ছাদের মধ্যে দিয়া নামিয়া না যায়। উহার উপরিভাগে মৃত্তিকা এত ঘন করিয়া সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, বৃহৎ বৃক্ষ সমূহও তাহার উপর জন্মাইতে পারিত। উক্ত উদ্যান মধ্যে এবং মঞ্চের প্রত্যেক তলার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ফল ও পুষ্পের তরু সমূহ শোভা প্রদর্শন করিত। পূর্ব্বোক্ত সোপানরাজির দুই পার্শ্বে ও উপরিভাগে নানাবিধ বৃক্ষনিচয় এরূপে সংরোপিত হইয়াছিল যে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত যেন এক সুবৃহৎ পিরামিড্ বনরাজি পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। অত উপরিভাগে যে এত বড় উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে জল-সেক করিবার জন্য অবশ্যই নদী হইতে কলের দ্বারা জল উত্তোলিত হইত। পূর্ব্বোক্ত খিলানযুক্ত গৃহ সমূহের অভ্যন্তরভাগও অতি সুন্দর পরিপাটীরূপে সজ্জিত ছিল।

গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নকালে এই উদ্যান মধ্যে অবস্থিতি করা কেমন আনন্দজনক তাহা একবার অনুমান কর। ইহার উপরিভাগ হইতে সমগ্র নগর ও বক্রগামিনী নদী ত দৃষ্টি-গোচর হইতই, বরং নগরের বহির্ভাগস্থ শস্যক্ষেত্র ও বালুকাময়

মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যাইত। সমগ্র নগরের শোভা, ঐশ্বর্য্য ও অদ্ভুতত্ব একবার ক্ষণকালের জন্য চিন্তা কর, মনে হইবে ইহা নিশ্চয়ই এককালে অমরাবতীর সমকক্ষ ছিল। বিলাসের, সুখভোগের চরম সীমা এইস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত। নেবুকড্নেজার স্বীয় পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য উক্ত উদ্যান নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। আহা! রাজার কতই ঐশ্বর্য্য, কতই বিলাস, এবং কতই পত্নীর প্রতি অনুরাগ! কিন্তু হায়! কালের কি কুটিল গতি! এখন কোথায় বা সেই রাজা, কোথায় বা তাঁহার সেই সোহাগিনী রমণী এবং কোথায় বা সে সমস্ত অতুল ঐশ্বর্য্য। ওরূপ স্বর্গপ্রতিম বাবিলন পুরী এক্ষণে আর নাই, আর সে সমৃদ্ধি শোভা নাই, আর সেই গগনভেদী উন্নত মন্দির নাই, আর সেই অমরাবতী-বিনিন্দিত শোভামান উদ্যান নাই,—আর তাহার কিছুই নাই। এক্ষণে উক্ত স্থানে গমন করিলে পর্ব্বতাকার ভগ্ন-স্তূপ ও স্থানে স্থানে পূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের কিঞ্চিৎ নিদর্শন মাত্র নয়নপথে পতিত হয়।

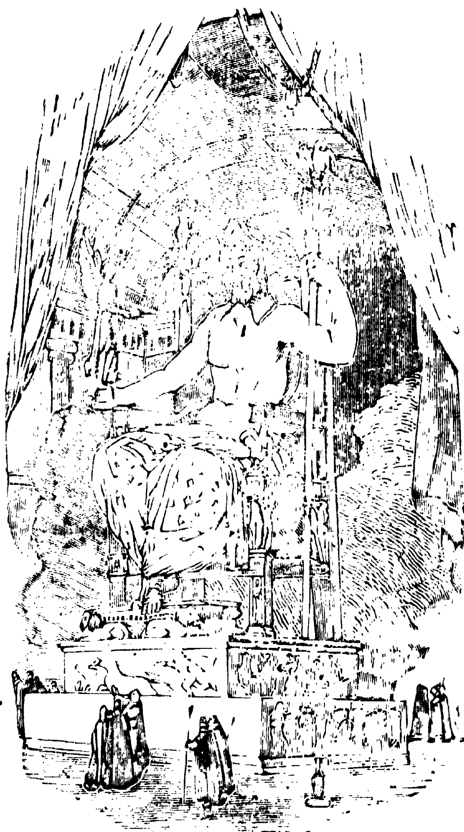


অলিম্পীয় জুপিটার।

গ্রীসীয় দেবদেবী।

আমাদের দেশে যেমন একমাত্র ঈশ্বরের নানারূপ শক্তির প্রতিমূর্ত্তি কল্পিত হইয়া দেবতারূপে বর্ণিত ও পূজিত হয়, সেইরূপ গ্রীস দেশেও অতি পূর্ব্বকালে নানা দেবদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি পূজা করা হইত। হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার সহিত গ্রীসীয় বা ইহুদীয় পৌত্তলিকতার বিভিন্নতা আছে। হিন্দুরা একমাত্র ঈশ্বরেরই অংশ বোধে নানা দেবদেবীর অর্চ্চনা করেন, কিন্তু গ্রীসীয় ও ইহুদীগণ ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত না হইয়া প্রত্যেক শক্তিরই এক এক স্বতন্ত্র দেবতা কল্পনা করিয়াছিলেন।

গ্রীসীয় দেবদেবী সমূহের মধ্যে জুপিটার নামক দেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুদিগের যেমন ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা, সেইরূপ জুপিটার গ্রীসীয় দেবতাদিগের অধিপতি। ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র, ইহারও অস্ত্র বজ্র। ইন্দ্রের পত্নীর নাম শচী, জুপিটারের পত্নীর নাম জুনো। অতি পূর্ব্বকালে গ্রীসীয়গণ এই জুপিটারের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। আমাদের বর্ণনীয় আশ্চর্য্য পদার্থ এই জুপিটারেরই এক প্রতি মূর্ত্তি। ওলিম্পীয়া নামক স্থানে উহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহাকে



3. STATUE OF JUPITER OLYMPIUS.

অলিম্পীয় জুপিটার।

ওঁলিম্পীয় জুপিটার কহিয়া থাকে। এই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে মনুষ্য-নৈপুণ্যের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল যে উহা সপ্ত আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে তৃতীয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইয়ুরোপের মধ্যে গ্রীস দেশেই সর্ব্ব প্রথম শিল্প-সৌন্দর্য্যের চরম ঔৎকর্ষ সম্পাদিত হয়। সুতরাং গ্রীসীয়গণই আধুনিক ইয়ুরোপীয়দিগের শিল্পবিদ্যার গুরু বলিতে হইবে। এই গ্রীস দেশে ফিডিয়াস্ নামে এক অসাধারণ শিল্পবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আথেন্স নগরে খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হয়। পেরিক্লিস্ নামক এক সম্রাট্ উক্ত শিল্পজ্ঞ ব্যক্তির সমকালে আথেন্স্ নগরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ফিডিয়াসের শিল্পচাতুর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উদ্ভাসিত প্রণালী অনুসারে স্বীয় রাজধানী নানা ভবন ও নানা প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত করিতে সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে উক্ত নগর নানা অদ্ভুত সৌধমালা ও নানা বৃহদয়ব দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছিল। অপরাপর শিল্পিগণ কার্য্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু ফিডিয়াস তাহার আদর্শ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই সময়ই ফিডিয়াস্ হস্তিদন্ত ও স্বর্ণদ্বারা নানারূপ দেবদেবীর বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিবার প্রণালী স্বীয় মস্তিক হইতে উদ্ভাবিত করেন।

আথেন্স নগরের নানা স্থানে ঐ প্রকার দেবমূর্ত্তি-সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছিল; এই সকল মূর্ত্তি অবশ্যই পূজার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদিগের এক একটীর কারুকার্য্য ও

বহুমূল্যতা দর্শনে যেমন বিস্ময়াপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ ইহা চিন্তা করিয়াও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় যে, এক একটী প্রতিমূর্ত্তি গঠনে যে হস্তিদন্ত নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিতে দূরতর স্থানীয় শত শত প্রকাণ্ড হস্তীকে হত্যা করিতে হইয়াছিল। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে সামান্য বিলাস-বাসনা বা গৌরব বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এত প্রকাণ্ড জীবহত্যা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু সর্ব্বকালের লোকেই ঐ প্রকারে বিলাস-বাসনা ও গৌরব-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বিপুল জীবহত্যা করিয়া থাকে; সে সম্বন্ধে পূর্ব্বকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান কালে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। এখনও লোকে যাহা করিতেছে পূর্ব্বকার লোকে তাহাই করিত; তখনও সর্ব্বদেশে আমোদের জন্য মৃগয়া চলিত ছিল, এখনও সর্ব্বদেশে তাহাই আছে। শস্য ভোজনে জীবিকা নির্ব্বাহ হইলেও সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে মাংস ভোজন প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষেও এককালে বিপুল জীব হত্যার ব্যবস্থা ছিল; কথিত আছে রন্তিদেব নামক এক প্রসিদ্ধ রাজা যজ্ঞ করিয়া এত বৃষ হত্যা করিয়াছিলেন যে, তাহার রক্তে চর্ম্মন্বতী নামে নদী সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতে বৌদ্ধমত ও বৈষ্ণবমত প্রচারিত হওয়াতে জীবহত্যা যে একটা দূষণীয় কার্য্য তদ্বিষয়ে সর্ব্ব হিন্দুগণের মধ্যে ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। এক্ষণে হিন্দুগণই জীবহত্যা যে দোষ তাহা মনে করিয়া থাকেন, অপর জাতি সম্বন্ধে বৃক্ষচ্ছেদন ও পশুচ্ছেদন সমান। হিন্দুগণ

জীবহিংসা করিলেও তাহাতে যে একটা দোষ আছে তাহা ভাবিয়া থাকেন, অপরে তাহা ভাবে না। তবে পশুক্লেশ নিবারণী সভা প্রভৃতির আড়ম্বর দেখা যায়; তাহা কেবল জীবিত পশুর শারীরিক ক্লেশ দর্শনে মনে কারুণ্যের উদয় হয় বলিয়া, পশুর প্রাণ আর আমার প্রাণ সমান এরূপ চিন্তার উদয় হয় বলিয়া নহে।

কোথায় কে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল?

এক্ষণে ও সকল কথার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমাদের বর্ণনায় বিষয়েরই অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। ফিডিয়াস্ যে সমস্ত বৃহদাকার, হস্তিদন্তনির্ম্মিত, অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং সুচারু কারুকার্য্য বিশিস্ট দেবমূর্ত্তি গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ওলিম্পীয় জুপিটারের প্রতিমূর্ত্তি আবার বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ওলিম্পীয় নগরে অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রতি উনষষ্ঠিতম বৎসরে এক মহামেলা হইত। কথিত আছে গ্রীসীয় প্রসিদ্ধ মহাবীর হার্কিউলিস স্বীয় বিজয় ব্যাপার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওলিম্পীয়া নগরে জুপিটারের উপাসনার্থ উক্ত মহামেলা সংস্থাপন করেন। যখন ইহা স্থাপিত হয় তখন হইতে ১২২ বৎসর পরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। এই মহামেলা সময়ে সময়ে বিলুপ্ত ও সময়ে সময়ে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে একবারে লোপ পায়। এলিস নগরের অধিবাসিগণের হস্তে এক সময়ে এই মহামেলা পরিচালনের ভার সমর্পিত হয়। এই সময় শিল্পবর ফিডিয়াস্ আথেন্স্ নগর হইতে

পলায়ন করিয়া উক্ত স্থানে গমন করেন। আথেন্স্ নগরের দেবমূর্ত্তি সমূহ গঠন করিবার সময় তিনি স্বর্ণ অপহরণ করিয়াছিলেন এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হয়। পাছে তিনি কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এই ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক এলিস্ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় এলিস নগরবাসিগণ ওলিম্পীয়া নগরে জুপিটারের এক বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া ফিডিয়াসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফিডিয়াস্ আথেন্স্ বাসিদিগের অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ দিবার মানসে আথেন্স্স্থিত সমস্ত মূর্ত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার জন্য মতলব স্থির করেন। এতদনুসারে তিনি যে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাহা পৃথিবীর তৃতীয় আশ্চর্য্য পদার্থরূপে চিরকাল কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে।

এই দেবমূর্ত্তি স্বর্ণ ও হস্তিদন্তে নির্ম্মিত; এক সিংহাসনে সমাসীন, ইহার মস্তক মন্দিরের প্রায় ছাদ স্পর্শ করিয়াছে। ইহাতে এরূপ বোধ হয়, যে মূর্ত্তিটী যদি দণ্ডায়মান হইত তাহা হইলে ইহার শিরোভাগ মন্দিরের ছাদ বিদীর্ণ করিয়া উপরে উত্থিত হইত। মূর্ত্তির শিরোদেশ অলিভ নামক বৃক্ষের কৃত্রিম শাখায় সুশোভিত। ইহার দক্ষিণ হস্তের তলভাগে বিজয়-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা; এই বিজয় মূর্ত্তির হস্তে এক গাছা মালা ও মস্তকে মুকুট। জুপিটার মূর্ত্তির বাম হস্তে নানা ধাতু বিনির্ম্মিত এক দণ্ড; ইহার উপরিভাগে ঈগল পক্ষীর

প্রতিমূর্ত্তি। শরীরের অধোভাগে যে বস্ত্র আচ্ছাদিত, তাহা স্বর্ণে নির্ম্মিত; এই বস্ত্রের উপর নানা জীব ও পদ্মাদি নানা পুষ্প বিচিত্রিত। সিংহাসনখানি স্বর্ণ, হস্তিদন্ত, আবলুস্ কাষ্ঠ ও মণি মুক্তাদি দ্বারা অতি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটার দৈর্ঘ্য কি প্রকার তদ্বিষয়ে কোন বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু যে মন্দিরের মধ্যে উহা স্থাপিত ছিল, তাহার অভ্যন্তর ভাগের উচ্চতা ৬০ ফুট ছিল।

ফিডিয়াসের অদ্ভুত ক্ষমতা যে কেবল বৃহদবয়ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে; অল্প ধাতু দ্বারা বৃহৎ মূর্ত্তি সমূহ এরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন যে, সমগ্র মূর্ত্তিই যেন নিরেটভাবে সেই ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইত। পুরাতন কিম্বদন্তী এইরূপ প্রচলিত আছে যে, ফিডিয়াস্ কৃত এই মূর্ত্তি প্রকৃত জুপিটারের বড়ই মনের মত হইয়াছিল, এই জন্য একদিন সমগ্র উপাসকমণ্ডলীর সমক্ষে বজ্রাস্ত্র দ্বারা তিনি মন্দিরের মেজের উপর এক স্থান ভগ্ন করেন। এই অলৌকিক ঘটনার স্মরণার্থ উক্ত অংশ এক পিত্তল নির্ম্মিত পাত্রে সুরক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমে এই প্রতিমূর্ত্তির কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়াতে চারি শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উহা দর্শন করিয়া যাইত। গ্রীস ও ইটালীর মধ্যে জনসাধারণের মনে বহুদিন এরূপ ধারণা অবস্থিতি করিয়াছিল যে, এই মূর্ত্তি জীবনের মধ্যে একবারও যদি না দেখা যায় তাহা হইলে বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে

এই প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ইহার কারুকার্য্য ; আশ্চর্য্য ইহার স্বর্ণ ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বৃহদবয়ব ; এবং আশ্চর্য্য মনুষ্যের সাধ্যতা ; মনুষ্য কি উপায়ে শত শত বা সহস্র সহস্র বন্য প্রকাণ্ড হস্তী বিনাশ করিয়া উহাদের দন্ত সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও পরম আশ্চর্য্য ; সেই সকল হস্তিদন্ত করাত দ্বারা চিরিয়া তক্তা প্রস্তুত করতঃ সেই সঙ্কীর্ণ পদার্থ দ্বারা কি উপায়ে এত বড় মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌষ্ঠব মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ভাল ভাল শিল্পকরের পক্ষেও অদ্যাপি এক মহাশ্চর্য্য। সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্য এই যে, এরূপ মহাগৌরবান্বিত পরম আদরের বস্তু কালের নিষ্ঠুর হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে দেখিয়াও লোকে বৃথা গৌরব কামনা করিয়া থাকে।

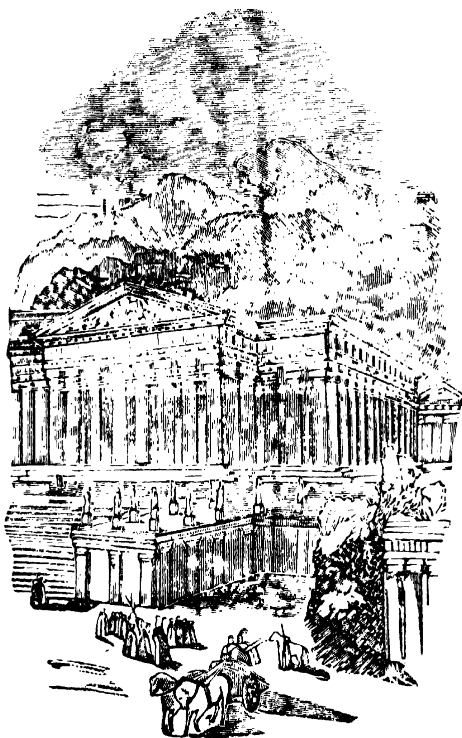
মন্দিরের কথা।

ওলিম্পীয় জুপিটারের মন্দির সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা আবশ্যক, কারণ এই মন্দিরটীও সামান্য আশ্চর্য্য বস্তু নহে। মন্দির ও তৎসংলগ্ন চতুর্দ্দিকস্থ সামা বহুসংখ্যক বৃহদবয়ব নানা প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা পরিশোভিত ছিল। ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে মার্ব্বেল প্রস্তরে খোদিত দুইটী ও মিসরীয় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে খোদিত দুইটী সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি অত্যাশ্চার্য্য। উক্ত মন্দির অতি শুভ্রবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরে গ্রথিত। মন্দিরের সম্মুখ ভাগের দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট্ ; উহার বাস্তব দৈর্ঘ্য ৩৫০ ফুট্ অথবা ২৩৩ হস্ত। এই মন্দিরের শোভা সম্পাদনার্থ ও দৃঢ়তা সাধনার্থ ১২০টী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল ; এই সকল স্তম্ভের

মধ্যে ১৬টী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই সকল স্তম্ভ সমতল ভূমি হইতে পরিমাণে ৪০ হস্তেরও অধিক উন্নত। কয়েক বৎসর গত হইল, উক্ত স্তম্ভগুলির মধ্যে যে তিনটী এখনও স্থাপত্য কৌশলে পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহার শিরো ভাগে এক সন্ন্যাসী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় জীবন অতি-বাহিত করিয়াছিল; তাহার কুটীর অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীসীয়গণ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই স্বাধীনতাপ্রিয়, সাহসী, ও শিল্প-বিশারদ। তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য চিরপ্রসিদ্ধ। আথেন্স নগরের ফিডিয়াস্ যে সমস্ত বৃহৎ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করেন, তাহার মধ্যে মিনার্ভা-দেবীর মন্দির অত্যুৎকৃষ্ট। মিনার্ভা দেবী হিন্দুদিগের যেমন সরস্বতী সেইরূপ। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে উক্ত মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের সর্ব্বাংশে মার্ব্বেল প্রস্তরে গ্রথিত এবং মিনার্ভাদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহা কিছু ঘটনা বর্ণিত আছে তাহা উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারে শিল্পনৈপুণ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্দির মধ্যভাগে মিনার্ভা-দেবীর মূর্ত্তি স্বর্ণ ও হস্তিদন্তে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই মূর্ত্তির উচ্চতা ২৬ হস্ত এবং আমাদের দেশের বর্ত্তমান মুদ্রার হিসাবে উহার মূল্য প্রায় ১৬,০০,০০০ টাকা। পিরিক্লিস্ সম্রাটের মৃত্যুর ১২০ বৎসর পরে উক্ত মূর্ত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

অদ্যাপি যাহারা উক্ত বহু পুরাতন মন্দির দেখিতে যায়, তাহারা অত্যন্ত বিস্ময় ও চমৎকার ভাবে আপ্লুত হইয়া থাকে। বিজ্ঞ শিল্পকরগণ ইহা দেখিয়া আসিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্যভাবে ইহার গঠনাদি বর্ণনা করিয়া থাকেন। যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে তাহা দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কেবল বর্ণনা মাত্র পাঠ করিয়া বা চিত্র দর্শন করিয়া সে পরমাদ্ভুত পদার্থের সম্যক ধারণা জন্মিতে পারে না। এই মন্দিরস্থ শিল্পনৈপুণ্যের কিয়ৎ-পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া লর্ড এলগিন্ লণ্ডন নগরস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংস্থাপিত করিয়াছেন। সিসিলিদ্বীপে অতি পূর্ব্ব-কালে গ্রীসীয়দিগের নানা কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল কীর্ত্তির মধ্যে এগ্রিজেনটম্ নামক প্রাচীন নগরে যে জুপিটারের মন্দির গ্রথিত হইয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য ২৪৬ হস্ত এবং বিস্তার ১২১ হস্ত; উক্ত দ্বীপস্থ সিলিনাস্ নগরের ভগ্নাবশেষ মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে একখানির পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৪ হাত, বিস্তারে ৪ হাত ও ঘনতায় ৪॥ হাতেরও অধিক; ইহার ওজন ৫০ টন বা ১৪০০ মণ। উক্ত প্রস্তরখণ্ড নিশ্চয়ই স্তম্ভদ্বয়ের শিরোভাগে পরস্পর সংযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল।



4. THE TEMPLE OF DIANA AT EPHESUS.

ইফিসাস নগরীয় ডায়েনার মন্দির।



ইফিসাস্ নগরীয় ডায়েনার মন্দির।

মন্দিরের অবস্থা।

খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ইফিসাস্ নামক নগর বহু সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীর এক উজ্জ্বল প্রদীপ তুল্য বিরাজমান ছিল। বর্ত্তমান স্মির্ণানগরের ৩৮ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে সমুদ্রতটে উক্ত নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই নগরস্থ ডায়েনা দেবীর মন্দির পূর্ব্বকালের ৪র্থ আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। ডায়েনা চন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী; আকাশ, পৃথিবী ও স্বর্গের অধিনায়িকা; এইরূপ তৎকালীন পৌত্তলিক গ্রীসীয়-গণের বিশ্বাস ছিল। এই দেবীর মন্দির অনেক স্থানেই গ্রথিত হইয়াছিল; সেই সকল মন্দিরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মন্দির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বকালীন গ্রীসীয়গণ স্থাপত্য বিদ্যা সম্বন্ধে যে ঔৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, এই মন্দিরে তাহার চরম সীমা সমাবেশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহার অতি সামান্য চিহ্নই বর্ত্তমান আছে; সে নগরও নাই, সে মন্দিরও নাই। এক্ষণে সেই স্থানে ভূমি কর্ষিত ও শস্য উৎপাদিত

হইতেছে। পূর্ব্ব সমৃদ্ধির যৎসামান্য ভগ্নাবশেষ মধ্যে ছাগাদি পশু চরিতেছে ও নিস্তব্ধতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে।

কিরূপে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই মন্দির এক পর্ব্বতের পাদদেশে এক জলময় বিস্তীর্ণ ভূমির সন্নিকটে গ্রথিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে মন্দির নির্ম্মাণের হেতু এই যে, এস্থান ভূমিকম্পে বিচলিত হইবার অধিক সম্ভাবনা নাই। এই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল; ইহার ভিত্তি স্থান সুদৃঢ় করিতে যত ব্যয় হয়, সমগ্র মন্দির নির্ম্মাণেও তত ব্যয় হইয়াছিল। উক্ত পর্ব্বত হইতে জলস্রোত আসিয়া জলাভূমি প্লাবিত করতঃ সমগ্র স্থান জলময় করিয়া থাকে, সুতরাং এই অনর্থ নিবারণের জন্য প্রশস্ত প্রণালী সমূহ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য এত প্রস্তর নিয়োজিত হইয়াছিল যে, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমগ্র প্রস্তরাকর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্লিনি নামক সুবিখ্যাত প্রাচীন পুরাবৃত্তবিদ্ কহেন, যে উক্ত প্রকাণ্ড মন্দিরের ভিত্তি স্থান সুদৃঢ় করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথম অঙ্গার-রাশি ভূমির উপর বিস্তীর্ণ করতঃ তাহা উত্তমরূপে কঠিনীকৃত হইয়াছিল; তদুপরি পশুলোম বিস্তারিত হয়। এই বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণার্থ ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য আসিয়ার নানা স্থান হইতে চাঁদা স্বরূপ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল এবং ১২০ বৎসরে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হয়। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য

২৮৩ হস্ত এবং বিস্তার ১৪৬ হস্ত। ১২৭টী স্তম্ভ দ্বারা ইহা সুশোভিত ও সুরক্ষিত; প্রত্যেক স্তম্ভ কোন না কোন রাজার প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হয়। উচ্চতায় স্তম্ভগুলি ৪০ হস্ত; উহাদের মধ্যে ৩৬টী অতি সুন্দররূপে ভাস্কর কার্য্যে সুশোভিত। কথিত আছে চার্সিফ্রন্ নামক স্থাপত্য-শিল্পী এই মন্দির গ্রন্থনের ভার গ্রহণ করেন।

শ্বেতবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তর, বহুমূল্য কাষ্ঠ ও স্বর্ণ দ্বারা সমগ্র মন্দিরের গ্রন্থন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। নানা বহুমূল্য চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা মন্দিরটী সুসজ্জিত হইয়াছিল। তৎকালে এই মন্দিরের অসামান্য কারুকার্য্য, তত্রস্থ ডায়েনা দেবীর আশ্চর্য্য বিগ্রহ, এবং ইফিসাস্ নগরের অসাধারণ ঐশ্বর্য্য, কেবল যে আসিয়ার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল। বহুকাল এই মন্দির জনমাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিত। নিরো নামক এক বিখ্যাত বিজেতা এককালে এই মন্দিরস্থ বহুমূল্য রত্নাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যান, কিন্তু তিনি মন্দিরে কোন হস্তার্পণ করেন নাই। গালিনাস্ সম্রাটের রাজত্ব কালে গথ নামক অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক উক্ত অপূর্ব্ব মন্দির দগ্ধ ও ভস্মীকৃত হইয়া যায়।

মন্দিরের বিবরণ।

বিশপ পোকফ্ ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে আসিয়া মাইনর পরিদর্শন করিতে গিয়া নিজে উক্ত মন্দিরের যে সমস্ত অবশিষ্টাংশ

দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তৎকর্ত্তৃক লিখিত বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি কহেন মন্দিরটী সমতল ভূমির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গ্রথিত ছিল এবং পশ্চিমাংশে এক হ্রদ ছিল। এই হ্রদ এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে, এককালে কেষ্টার নদী পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। উক্ত মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণাদি সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। উক্ত হ্রদের পশ্চিম ও উত্তর দিকের প্রাচীর নগরেরই প্রাচীর ছিল, কিন্তু দক্ষিণদিকে দ্বিগুণিত প্রাচীর গ্রথিত হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীরের মধ্যে মন্দিরের প্রত্যেক দিকে একটী করিয়া চারিটী প্রাঙ্গণ বা উঠান বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম দিকস্থ প্রাঙ্গণদ্বয়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত হ্রদ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ বারাণ্ডা সংযুক্ত ছিল; ইহার উপরি ভাগে খিলান করা ছাদ আচ্ছাদনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখ ভাগ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। ভিত্তি স্থানে অনেকগুলি সঙ্কীর্ণ খিলান দৃষ্ট হয়; ঐগুলি একের অভ্যন্তরে অপর এইরূপে নির্ম্মিত; বোধ হয় উক্ত খিলান সমূহ পশ্চিম দিকস্থ দীর্ঘ বারাণ্ডা ও স্তম্ভ সমূহের নিম্ন স্থান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ নগরের জলাদি নিকাশার্থে নল সমূহ এই প্রকার খিলানের মধ্য দিয়া উক্ত হ্রদ মধ্যে আনীত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখভাগে সম্ভবতঃ এক বৃহৎ গাড়ীবারাণ্ডা ছিল, কারণ ইহার সম্মুখভাগে তিনটী স্তম্ভের ভগ্নাবশিষ্ট নিপতিত রহিয়াছে। ইহা রক্তবর্ণ গ্রানাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল।

এক্ষণে যে অংশ সমূহ পতিত রহিয়াছে, তাহাদের দৈর্ঘ্য দশ হাত হইবে। তদ্ভিন্ন বহুল পরিমাণ ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড এক্ষণে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র মন্দির ও স্তম্ভ সমূহের গাত্র বহির্ভাগ অতি শুভ্রবর্ণ স্বচ্ছ মার্বেল প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত ছিল; অদ্যাপি তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খৃষ্টীয় শতাব্দীতে জষ্টিসিয়ান্ নামক এক সম্রাট্ এই মন্দিরস্থ প্রতিমূর্ত্তি সমূহ লইয়া গিয়া কন্স্টাণ্টিনোপল্ নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন। এবং এই মন্দিরের স্তম্ভসমূহের উপর সেণ্ট্ সফিয়া নামক খৃষ্টীয় ভজনালয় সংস্থাপন করেন। এই মন্দির অবশ্যই পুরাকালের মধ্যে এক অদ্ভুত পদার্থ বটে, কিন্তু অদ্ভুতত্ব সম্বন্ধে রোম নগরীয় বর্ত্তমান সেণ্ট্পিটারের গির্জ্জা উহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই গির্জ্জার দৈর্ঘ্য উক্ত ডায়েনার মন্দিরাপেক্ষা প্রায় ৯৪ হস্ত অধিক; আয়তন সম্বন্ধেও ইহা উক্ত মন্দিরাপেক্ষা বহুলাংশে উৎকৃষ্ট। এই গির্জ্জা বর্ত্তমান কালের মধ্যে এক অতি অদ্ভুত পদার্থ তাহার সন্দেহ নাই।

ইফিসাস্ নগরে পরবর্ত্তী সময়ে যে তিনটী খৃষ্টীয় ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে দুইটী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং একটী মহম্মদীয় বিজেতৃগণ মস্‌জীদে পরিণত করিয়াছেন। ইফিসাসের সমীপবর্ত্তী তুর্কীয় নগরে আজাসালোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইফিসাসের অনেক ভগ্নাবশেষ দ্বারা এই নগর নির্ম্মিত হয়।

ডায়েনা দেবীর কথা।

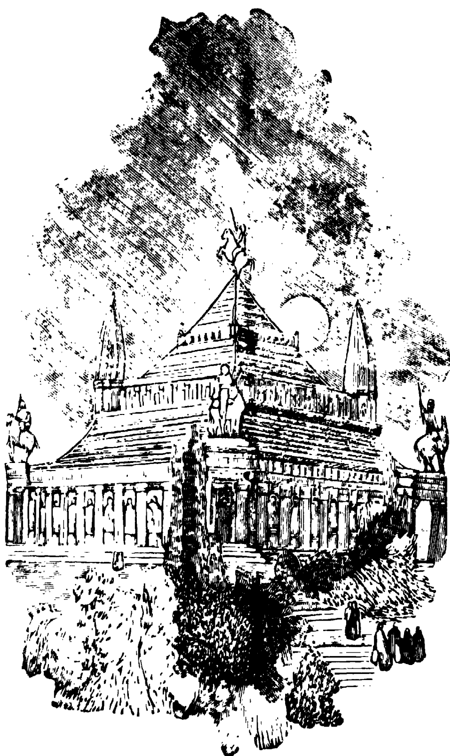
এক্ষণে ডায়েনা দেবী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। রোমীয়গণ এই দেবীকে ডায়েনা এবং গ্রীসীয়গণ ইহাকে আর্টিমিস্ বলিত। এই দেবী অতি প্রসিদ্ধ এবং তত্রত্য তদানীন্তন পূজ্য বারটী প্রধান দেবতার মধ্যে একটী। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ডায়েনা চন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী, কিন্তু পৃথিবীতে উহার নাম ডায়েনা এবং পাতাল বা প্রেতপুরীতে উহার নাম হিকেট্। স্বর্গ, নরক ও পৃথিবী সর্ব্বত্র ইহার প্রাদুর্ভাব। হিন্দুগণের দুর্গা যেমন সর্ব্বশক্তিরূপা প্রকৃতি, ডায়েনা দেবীও প্রায় তদ্রূপ; কারণ, গুণ ও আকৃতি সম্বন্ধে উভয়ের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সিসিরো কহিয়াছেন এই ডায়েনা নামে তিনটী দেবী ছিল। জুপিটার্ ও লাটোনা হইতে যে কন্যার উৎপত্তি হয়, জুপিটার্ ও প্রোসার-পাইন্ হইতে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং ওপিস্ ও গ্লস্ হইতে যে কন্যা উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই ডায়েনা নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে প্রথম অধিক প্রসিদ্ধ; ইঁহার সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা আছে, যে এই দেবী চির কুমারী, অতিশয় সুন্দরী, সতীত্ব ধর্ম্মপরায়ণা এবং বনবিহারিনী। ইনি নানা শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণা, মৃগয়া তৎপরা, এবং অপর কুমারীগণ ইঁহার অনুবর্ত্তিনী। ইঁহার মস্তকে মুকুট, হস্তে ধনুর্ব্বান, পৃষ্ঠে তূণীর এবং কুক্কুরগণ ইঁহার অনুচর।

কিন্তু ইফিসাস্ নগরীর ডায়েনার মূর্ত্তি উক্ত ত্রিবিধ

দেবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের বলিয়া অনুমতি হয়। ইনি ইফিসাস্ নগরে স্বয়ং প্রকৃতিরূপে পূজিত হইতেন; ইঁহার আকৃতি সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, ইঁহার বক্ষঃস্থলে বহুসংখ্যক স্তন এবং উহাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রাশিচক্রস্থ বারটি রাশির আকৃতি চিহ্নিত। ইহা দ্বারা এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে, যে পৃথিবীস্থ সর্ব্ব প্রাণীকে সর্ব্বকালেই প্রকৃতিদেবী স্বীয় করুণা সমর্পণে প্রস্তুত আছেন। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ম নামক কৌতুকাগারে ডায়েনার এক প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। রোম নগর হইতে ৮ মাইল দূরে স্টক্‌টী নামক স্থানে এই প্রতিমূর্ত্তি ১৭৭২ খৃস্টাব্দে পাওয়া গিয়াছিল। সুন্দর শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তরে মূর্ত্তিটী নির্ম্মিত; ইহার চরণ পর্য্যন্ত এক পরিচ্ছদে ভূষিত; উহার উপরিভাগে কটীদেশ পর্য্যন্ত আবদ্ধ এক কোর্ত্তা। দক্ষিণ হস্ত এক বল্লম ধারণ পূর্ব্বক তাহা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। হস্তের কফোনি হইতে নিম্নভাগ সমস্ত নূতন নির্ম্মিত; ইহাতে কোন কোন শিল্পবিদ কহিয়া থাকেন যে, মূর্ত্তিটীর প্রাথমিক হস্তের মত নূতন হস্ত নির্ম্মিত হয় নাই; কারণ যে হস্তে বল্লম বিধৃত, সেই হস্ত স্কন্ধদেশস্থ তূণীর হইতে বাণ গ্রহণে উদ্যত, এইরূপই হওয়াই উচিত, কারণ ডায়েনার অপরাপর প্রতিমূর্ত্তির ঐ প্রকার গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটীর পৃষ্ঠদেশে যে পিত্তল নির্ম্মিত তূণীর ছিল তাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; তূণীর সংস্থাপনোপযোগী ছিদ্র এখনও তথায় অবিকৃত রহিয়াছে।

কথিত আছে যে লণ্ডন নগরীয় সেণ্টপলের গির্জ্জা যে স্থানে অবস্থিত, তথায় রোমীয়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ডায়নার এক মন্দির অবস্থিত ছিল। পরে যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য হয় তখন উক্ত মন্দির গির্জ্জা ভবন রূপে পরিণত হয়। এক্ষণে গ্রীস ও রোম খৃষ্টীয় দেশ হইয়াছে, সুতরাং ডায়েনার পূজা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; খৃষ্টীয় ঔপনিষদিক ধর্ম্মের নিকট সঙ্কীর্ণ পৌত্তলিকতা থাকিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুগণের পৌত্তলিকতা রোমীয় পৌত্তলিকতা হইতে পৃথক, তাহা ঔপনিষদিক ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযোজিত, তাই অদ্যাপি মহম্মদীয় বা খৃষ্টীয়গণ ইহা একেবারে তিরোহিত করিতে পারে নাই।





5. THE MAUSOLEUM

মসোলিয়ম সমাধি মন্দির



মসোলিয়ম্ সমাধি মন্দির।

মন্দিরের অবস্থা।

কোরিয়া প্রদেশে অতি পুরাকালে মসোলম্ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম ছিল আর্টিমিসিয়া। খৃষ্ট জন্মের ৩৫৩ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত রাজার মৃত্যু হয়, ইহাতে তদীয় প্রেয়সী মহিষী স্বীয় স্বামীর প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিবার মানসে এক অদ্ভুত সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির তৎকালে সপ্ত আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে পঞ্চম আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। উক্ত রাজ্যের রাজধানী হালি কার্ণেসাস্ নামক স্থানে সমাধি-মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালে উক্ত সমাধি-মন্দিরের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল ব্রিটিশ মিউজিয়ম নামক বিলাতের কৌতুকাগারে ভগ্নাবশিষ্ট কিছু কিছু কারুকার্য্য সংরক্ষিত হইয়াছে।

এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত বর্ত্তমান বুদ্রুন্ বন্দর যে স্থানে অবস্থিত, তথায় পূর্ব্বকালে হালিকার্ণেসাস নামক নগর বর্ত্তমান ছিল। মসোলাস্ একজন অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং স্বীয় রাজধানীতে এক প্রকাণ্ড সমৃদ্ধি সম্পন্ন প্রাসাদ

নির্ম্মাণ করেন। এই প্রাসাদ পরে ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিল। প্রাসাদ ইষ্টকে গ্রথিত হয় এবং সমস্ত প্রাচীর অতি সুন্দর, শুভ্র, মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত হয়। ইহা এরূপ মসৃণ যে, ইহাতে দর্পণের মত প্রতিবিম্ব পতিত হইত। যে নগরে এই প্রাসাদ ও পশ্চাল্লিখিত সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যময় স্থান এবং তাহা বাণিজ্যাদি কার্য্যের জন্য অতি সুন্দর বন্দর ছিল। এই নগরে মার্স বা বুদ্ধদেবের, ভেনাস্ বা বাসন্তী দেবীর এবং মার্কুরি বা জলদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগর প্রাচীর ও উক্ত মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত সমাধি-মন্দির প্রায় সমচতুষ্কোণ স্থানে গ্রথিত হইয়াছিল; ইহার প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ৭৫ হাত এবং প্রত্যেক দিকস্থ শেষ সীমা ৬২ হাত। পাইথিস্ ও সাটিরাস নামক দুইজন নিপুণ স্থপতি ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ইহা চল্লিশ হস্ত উন্নত ৩৬টী স্তম্ভে সুশোভিত ছিল। ইহার উপরে পিরামিডের আকৃতি তুল্য চূড়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছিল। এই চূড়া তিন থাক্ করা ছিল। স্তম্ভ সমূহের মধ্যস্থিত অবকাশে নানা প্রতিমূর্ত্তি সুসজ্জিত ছিল; ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি মার্ব্বেল প্রস্তরে খোদিত এবং চারি জন প্রসিদ্ধ ভাস্কর এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইফিসাস নগরীর কোপাস্ নামক শিল্পকর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বাসন্তী দেবীর

মূর্ত্তি রোমরাজ্যে অতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহার নির্ম্মিত এক বাসন্তী মূর্ত্তি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অপর তিনজন অপর তিন দিক সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কোণে এক প্রশস্ত বারাণ্ডা ও তাহার শিরোভাগে অশ্বারোহীর সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি। উক্ত চূড়ার প্রথম থাক্ ঐরূপ নানা মূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত এবং প্রত্যেক দিকে প্রবেশার্থ দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় থাকের দুই কোণে দুই অষ্টকোণ বিশিষ্ট উচ্চ মঞ্চ গ্রথিত ছিল; ইহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া যেন আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল. এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ প্রতিমূর্ত্তি সমূহ পরিপূর্ণ। এই থাকের পার্শ্বভাগ নানা বন্যবৃক্ষে সুশোভিত হইয়াছিল। তৃতীয় থাক টোপরের মত আকৃতি; উপরিভাগে বৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত চতুরশ্বযোজিত শকট শোভমান। সমগ্র মন্দির এক উচ্চ ও প্রশস্ত চত্বরের উপর গ্রথিত; এই চত্বরে উঠিবার যে সোপান সমূহ, তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত। উক্ত সমাধিমন্দির সর্ব্বত্র বহুমূল্য প্রস্তরাদি দ্বারা অত্যন্ত পরিপাটীরূপে অলঙ্কৃত। উহার উচ্চতা ৯৩ হস্ত।

এই স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনে এত অর্থব্যয় হইয়াছিল যে, এক জন দার্শনিক পণ্ডিত ইহা সন্দর্শন করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, "এত মুদ্রা কেবল প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে!" আর্টিমিসিয়া স্বীয় পতির এই সমাধিমন্দির শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, কারণ স্বামীর মৃত্যুর দুই বৎসর

পরে ইঁহারও মৃত্যু হয়। ভক্ল নামক একজন প্রসিদ্ধ লেখক কহিয়া গিয়াছেন যে, আর্টিমিসিয়ার মৃত্যু হইলেও শিল্পিগণ স্বীয় গৌরব ও বুদ্ধির বশীভূত হইয়া আপনাদের কারুকার্য্য পৃথিবীতে অক্ষয় করিবার নিমিত্ত উহার অবশিষ্টাংশ অতি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মন্দির শত শত বৎসর ধরিয়া জনগণের বিস্ময় উৎপাদন করতঃ ক্রমে নিষ্ঠুর কালের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা তৎকালীন জনগণের মধ্যে ত বিস্ময়-উৎপাদন করিবেই, বর্ত্তমান কালেও উহার বর্ণনা পাঠ করিলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আর্টি-মিসিয়া স্বীয় স্বামীর প্রতি নিজের অসাধারণ অনুরাগের চিহ্ন-স্বরূপ অপর একটী বিখ্যাত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন এবং স্বীয় পতির সদ্‌গুণ সৎকার্য্য সম্বন্ধে কবিতাদি রচনা করিতে বলেন এবং কহেন যে, যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহাকে বহুমূল্য পুরস্কার প্রদান করিবেন। বিখ্যাত আলঙ্কারিক সক্রেনিসের ছাত্র চিত্তস নামক এক ব্যক্তি উক্ত পুরস্কার লাভ করেন।

পারস্যরাজ বিখ্যাত ডেরায়াস্ স্বীয় দেহের জন্য এক সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ইহাও এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিতে হইবে, কারণ এক শৈলের অঙ্গ কর্ত্তন করতঃ ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ২৩০০ বৎসর নানা বাধা বিঘ্ন ও উৎপাত সহ্য করিয়াও অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্মুখভাগের বারাণ্ডা ২০ ফুট উন্নত চারিটী স্তম্ভে পরিশোভিত;

মধ্যভাগে প্রবেশার্থ যেন দ্বার রহিয়াছে বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তথায় প্রবেশার্থ কোন স্থান নাই, কেবল সম্মুখ ভাগের নিরেট পর্ব্বতের অঙ্গ কাটিয়া ঠিক যেন আবদ্ধ দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত বারাণ্ডার শিরোভাগে এক বৃহৎ নৌকাবৎ গঠন দৃষ্টিগোচর হয়, সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত মনুষ্যাকৃতি সমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যেন ঊর্দ্ধোত্তোলিত হস্তে উক্ত নৌকাবৎ পদার্থ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক কোণে গ্রিফিন্ বা পক্ষযুক্ত সিংহের আকৃতি।.. এই নৌকাবৎ স্থানের মধ্যভাগে উক্ত সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ; ইনি যেন সম্মুখস্থ উদীয়মান সূর্য্যের উপাসনা করিতেছেন ; মস্তকো পরি যেন তাঁহার প্রেতাত্মা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং তাঁহার হস্তে অধিজ্য চাপ। উক্ত নৌকার প্রত্যেক দিকে নয়টী করিয়া প্রতিমূর্ত্তি। সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইবার পথ লোকের চক্ষু হইতে গোপন করা হইয়াছিল, সুতরাং তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই ; বোধ হয় ভূগর্ভে উক্ত পথ বিনির্ম্মিত ছিল, বিশিষ্ট নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ভিন্ন উহা অপরে জানিত না।

অন্যান্য মন্দিরের কথা।

প্রসিদ্ধ আলেক্জাণ্ডার স্বীয় প্রিয় সুহৃদ হেফিশনের সমাধির নিমিত্ত বাবিলনে এক মহান্ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, ইহা পূর্ব্বোক্ত মসোলাসের সমাধি মন্দির অপেক্ষাও সমৃদ্ধি বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এই

মন্দিরের প্রথম তলার উপর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর গৃহ, তদুপরি আরও ক্ষুদ্রতর, এইরূপে অনেক তলায় মন্দিরটা সংগঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বনিম্ন তলায় স্বর্ণখচিত ২৪০টী জাহাজের সম্মুখভাগ সুসজ্জিত; তাহার উপর তলায় গ্রীসীয় দেবতা-সমূহের নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত; তদুপরি বহুল পশু-পক্ষ্যাদির আকৃতি; সর্ব্বোপরিস্থ গৃহে ধাতুনির্ম্মিত; শূন্যগর্ভ নানা কল্পিত সামুদ্রিক রাক্ষসের প্রতিমূর্ত্তি। সঙ্গীতকারিগণ ইহাদের শূন্যময় স্থানে প্রবেশ করিয়া এরূপে গান করিত যেন উক্ত প্রতিমূর্ত্তি সমূহই গান করিতেছে।

রোমরাজ্যের অন্তর্গত কাম্পস্ মার্সিয়াস্ নামক স্থানে আগষ্টস্ সিজার কর্ত্তৃক এক সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় ইহাও এক অদ্ভুত পদার্থ। এই সমাধিমন্দির গোলাকার, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া বহুদূর উন্নত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তিনটী বারাণ্ডা বা থাক্ দৃষ্ট হইত; সুতরাং চারিটী গোল গৃহ উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত ছিল। সর্ব্বোপরি ব্রঞ্জ নামক ধাতুদ্বারা উক্ত সম্রাটের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত ছিল। এই মন্দির ৪০০ ফুট উন্নত ছিল বলিয়া কথিত আছে। অদ্যাপি উক্ত স্মৃতিচিহ্নের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে নানা সময়ে নানারূপ স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সমস্তই এক্ষণে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এইজন্য তাহাদের নাম পর্য্যন্ত এক্ষণে বিলুপ্ত। সমাধি-

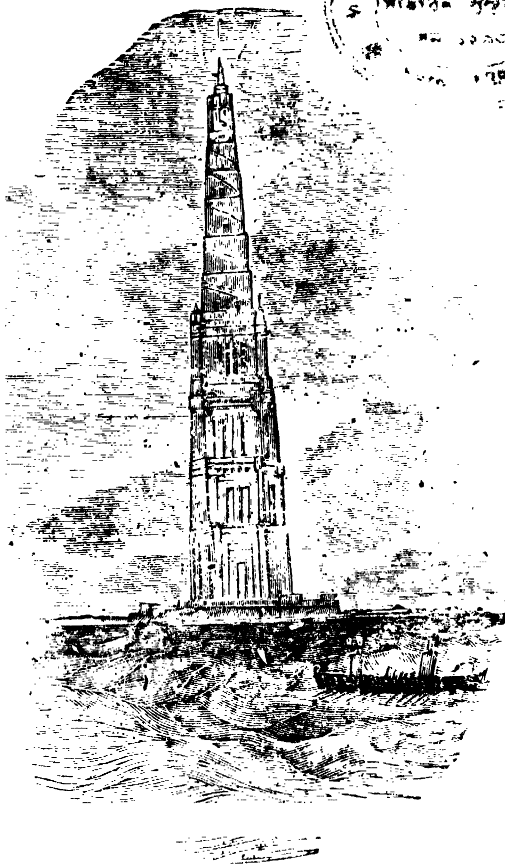
মন্দিরের মধ্যে "তাজমহল" নামক আগ্রানগরস্থ সুবিখ্যাত মন্দির অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু কালের অবিশ্রান্ত স্রোতে উহাও এক সময় ভাসিয়া যাইবে। মনুষ্য অজ্ঞানবশে রজোভাবাপন্ন হইয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রচারে লোলুপ হইয়া থাকে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ চিরকাল কিছুই থাকিবার নয়। "সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরং" যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হইবে। কাল অক্ষয়, অনাদি ও অনন্ত ; তুমি স্বীয় প্রাধান্য প্রদর্শনের জন্য যাহাই কর না, অনন্ত কালের নিকট তাহা ক্ষণস্থায়ী ভিন্ন আর কিছুই নয় যিনি কহেন, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" তিনিও এই কথায় কাহাকেও চিরজীবী কহিতে পারেন না, কীর্ত্তিও চিরকাল থাকিবার নয়। কালক্রমে এই জীবপরিপূর্ণ পৃথিবী, মহা প্রভাময় প্রভাকর ও নয়নানন্দকর চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণও বিপর্য্যস্ত ও লয়প্রাপ্ত হইবে। যদি এরূপ ঘটনা অনিবার্য্য হইল তখন বুদ্ধিমান লোকের এই সকল অনিত্য স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য অতি মাত্র ব্যগ্র হওয়া অকর্ত্তব্য। কেবল তাহাই নয়, দূষণীয়। রাজা প্রজার অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগের হিতার্থে ব্যয় করিবেন ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত ; তাহা না করিয়া স্বীয় বিলাস বা গৌরববাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই অর্থ ব্যয় করা অতীব গর্হিত।



আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরস্থ আলোক-মঞ্চ।

আলোক-মঞ্চের কথা।

মহান্‌ দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার মিসর দেশ জয় করিয়া উহার অসাধারণ উর্ব্বরতা শক্তি সন্দর্শন করতঃ এক উপযুক্ত বন্দর নির্ম্মাণে অভিলাষী হন। তদনুসারে মিসরদেশের প্রসিদ্ধ আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডারের এক বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি চাটুকার ও সুহৃদ্‌-মধ্যে বিভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন; তজ্জন্য তিনি যথার্থ গুণশালী জনগণকে উপযুক্ত কার্য্যের ভার প্রদান করিতে পারিতেন। যে রাজা গুণীর গুণ বুঝিতে পারেন ও তদনুসারে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য কার্য্যের ভার দিতে কুণ্ঠিত না হন, তিনিই জগতে প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের এই গুণ ছিল বলিয়াই আমেরিকার মার্কিন রাজ্য স্বাধীন হইতে পারিয়াছে। মহাকবি কালি-



6. THE PHAROS AT ALEXANDRIA

আলেকজান্দ্রিয়া নগরস্থ আলোক-মঞ্চ।

দাস কহিয়া গিয়াছেন, যে রাজা উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্য্যের ভার দিতে জানেন, সেই রাজা নিজে মহাগুণসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা। আলেক্‌জাণ্ডারের উক্ত গুণ বর্ত্তমান থাকায় উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার বা পূর্ত্তবিদ্ জনগণের উপর আলেক-জান্দ্রিয়া নগর নির্ম্মাণের ভার প্রদান করেন; ইহাতে উক্ত নগর অতি সুন্দর ও অদ্ভুতরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আলেক্‌জাণ্ডার মৃত্যুকালে স্বীয় বিস্তীর্ণ রাজ্য তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতিগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে টলেমি সোটার নামক এক সেনাপতি মিসর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ফেরো নামক দ্বীপের পূর্ব্বাংশে নাবিকগণের নিরাপদের জন্য এক আলোক-মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করেন। এই আলোক-মঞ্চ গ্রথিত হইলে তাহা এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া উঠিয়াছিল এবং পুরাকালীন সপ্ত আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে ষষ্ঠ আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই আদি আলোক-মঞ্চের নামানুসারে, বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে যত আলোক-মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের নামও ফেরো। ফেরো অর্থেই 'লাইট্ হাউস্' বা আলোক-মঞ্চ। এই আদি আলোক-মঞ্চ ৩০০ হস্ত উন্নত ছিল এবং ১০০ মাইল দূর হইতে ইহা দেখা যাইত। থাকে থাকে অনেক তলায় ইহা নির্ম্মিত।

ইহার আকৃতি।

ইহার নিম্ন হইতে অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। অগ্রভাগে এক প্রকার লণ্ঠনে করিয়া আলোক প্রদত্ত হইত। প্রথম, দ্বিতীয়

ও তৃতীয় তলা ষট্‌কোণবিশিষ্ট; চতুর্থ তলা সমচতুষ্কোণ, ইহার প্রত্যেক কোণে গোলাকার মঞ্চ বা টাউয়ার। পঞ্চম তোলা গোলাকার, এবং তথা হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ঐরূপ গোলাকার ভাবেই নির্ম্মিত। নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত এক ভুজঙ্গবৎ বক্র সোপান বর্ত্তমান ছিল। উপর তলায় কতকগুলি দর্পণ এরূপে বিন্যস্ত ছিল যে, অতি দূরস্থিত অর্ণবতরির প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রতিফলিত হইত। শিখরস্থ আলোক সর্ব্বদাই জ্বলিত, ইহাতে নাবিকগণ বিপদজনক স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থান দিয়া যাইতে সমর্থ হইত।

এই বিপুলাবয়ব আলোক-মঞ্চ প্রস্তরে অতি সুন্দররূপে গ্রথিত হইয়াছিল এবং স্তম্ভাদি নানা শোভায় শোভিত ছিল। সামুদ্রিক ঝটিকা হইতে আলোক-মঞ্চটী রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে এক সামুদ্রিক প্রাচীর গ্রথিত হইয়াছিল। পুরাতন লেখকগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, এই আলোক-মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে ন্যূনাধিক চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রথম টলেমির সময় মঞ্চটীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই; তদীয় পুত্র টলেমি ফিলাডেলফস্ ইহা সম্পূর্ণ করেন এবং ইহাতে স্বীয় নাম খোদিত করেন।

ইহার আধুনিক অবস্থা।

এই সুবিখ্যাত মঞ্চের এক্ষণে কিঞ্চিন্মাত্রও চিহ্ন নাই এবং আমরা যেরূপ কহিলাম তদতিরিক্তও কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়া যান নাই। ইহা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়াছিল কিম্বা

সহসা ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারও কোন প্রমান নাই কিন্তু ওরূপ আলোক-মঞ্চ যে নিশ্চয়ই ছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ গ্রীক্ ও রোমান্‌দিগের উক্ত প্রকার মঞ্চ সমূহ প্রথম মঞ্চের নামানুসারে অভিহিত হইত। এক্ষণে উক্ত ফেরোদ্বীপে পূর্ব্বে অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধের দ্বারা আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সহিত এই দ্বীপের সংযোগ সমাহিত হইয়াছিল; এক্ষণে উক্ত নগরস্থ দুর্গের নিকট এক নূতন আলোক মঞ্চ অবস্থিতি করিতেছে। উক্ত দুর্গ যে স্থানে নির্ম্মিত সেই স্থানকে লোচিয়া কহিত, তথায় ভগ্ন পোস্তাদির চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যে নগরকে আলেক জান্দ্রিয়া কহে তথা হইতে কিয়দ্দূর অন্তরে প্রাচীন আলেক জান্দ্রিয়া নগর অবস্থিতি করিত, তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় এই নগর অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল, এরূপ কথিত আছে। ইহাতে তিনলক্ষ নগরবাসী ও তিন লক্ষ ক্রীতদাস বাস করিত। দুইটী প্রশস্ত রাজ-পথ নগরটীকে শোভিত করিয়াছিল, একটী পথ অপরটীকে সমকোণে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল। এই পথদ্বয়ের প্রশস্তত দুই সহস্র ফিট্ এবং প্রত্যেকটী নগরের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অন্যান্য আলোক-মঞ্চের কথা।

নেপ্‌লস্ উপসাগরে প্রাচীন গ্রীকদিগের নির্ম্মিত এক

বিস্তীর্ণ জেটি ও তাহার শেষভাগে এক আলোকমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২০০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত উপসাগরের তীরস্থ পুজোলি নামক নগর প্রতিষ্ঠাপিত হয় এবং উল্লিখিত আলোক-মঞ্চ ও জেটি তৎকালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এককালে এই জেটি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহা সমুদ্রে বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিত এবং বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সমূহও তাহার নিকট আসিয়া তাহা হইতে বোঝাই দ্রব্য সকল নামাইয়া দিতে পারিত। এক্ষণে উক্ত জেটির কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত আলোক-মঞ্চের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জেনোয়া উপসাগরের পশ্চিমাংশে এক অন্তরীপের উপর অদ্যাপি এক আলোক-মঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এক উন্নত শৈলের উপর সংস্থাপিত হওয়ায় অতিদূর হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এন্‌কোনা বন্দরে এক বিস্তীর্ণ জেটির অন্তভাগে এক উন্নত আলোক-মঞ্চ অবস্থিতি করিতেছে। ইহা নবপ্রতিষ্ঠিত: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভান্‌ভিটালি নামক এক বিখ্যাত পূর্ত্তবিদ্ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ও স্থপতিবিদ্যার চূড়ান্ত উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

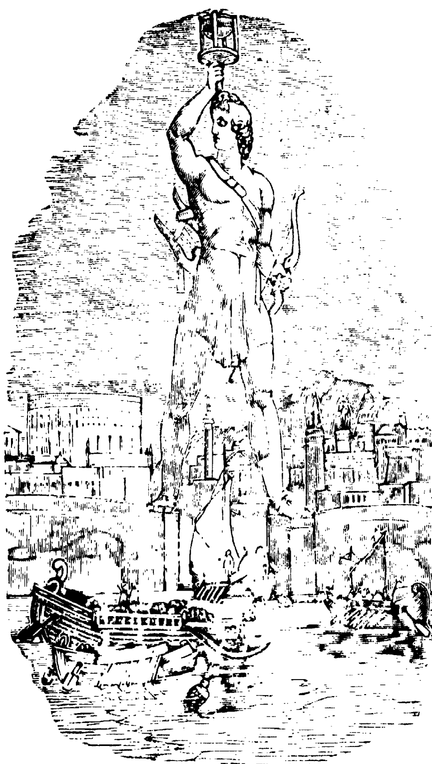
বিলাতের "এডিষ্টোন্ লাইট্ হাউস্" নামক আলোক-মঞ্চ বর্ত্তমান কালের মধ্যে এক অদ্ভুত পদার্থ বলিতে হইবে। যদিও স্থাপত্য সৌন্দর্য্য ও অঙ্গসজ্জা সম্বন্ধে ইহা ততদূর

উৎকৃষ্ট নয়, তথাপি পূর্ত্ততত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা এক আশ্চর্য্য কাণ্ড বলিতে হইবে। যে স্থানে উহা এক্ষণে দণ্ডায়মান রহিয়া অচলবৎ অচল হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে দুইবার আলোক-মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্দ্দমনীয় ঘটনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অকালে সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ধন্য বিদ্যার বল! ধন্য জন্ স্মিটনের নির্ম্মাণ কৌশল! ইহা এক্ষণে যে ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা দেড় শত বৎসর অচল শিখরতুল্য সামুদ্রিক ঝটিকাদি সহ্য করতঃ বিপন্ন ও পথভ্রান্ত নাবিককুলের নেত্রবৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে, এবং অনুমান হয় ভবিষ্যৎ বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা ঐ ভাবেই অবস্থিতি করিবে।

এই আলোক-মঞ্চ এক শৈলের ক্রমনিম্ন পার্শ্বে নির্ম্মিত। প্লাইমাউথ প্রণালীর মধ্যভাগ হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সমুদ্রমধ্যে ইহা স্থিত; সমীপবর্ত্তী স্থলভাগের নাম "রাম হেড্," ইহা প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রথম আলোক-মঞ্চ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭০০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়; হেন্‌রি উইন্‌স্‌ষ্টান্‌লি নামক সাহেব এই নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে একদিন রাত্রিকালে যখন প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, তখন উক্ত সাহেব কতিপয় লোকের সহিত উহার উপরিভাগে সংস্কারকার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন। এমন সময় দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত আলোক-মঞ্চ স্বীয় নির্ম্মাতার সহিত সহসা সাগর-

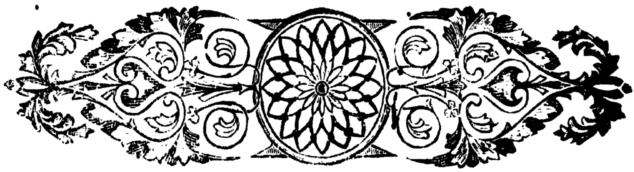
গর্ভে নিপতিত হয়। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে অপর এক আলোক-মঞ্চের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়; জন্ রুডিয়াড নামক এক কারুকর অপর দুইজন অর্ণবতরি নির্ম্মাতা কারুকরের সাহায্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত এক আলোক-মঞ্চ সংস্থাপন করেন। ইহা সুদৃঢ় ও ঝটিকাদি উপদ্রব-সহিষ্ণু হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহা বহ্নিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জন্ স্মিটন্ সাহেব বর্ত্তমান আলোকমঞ্চ নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করেন। প্রস্তর নির্ম্মিত গোলাকার স্তম্ভরূপে ইহার ভিত্তিস্থান নির্ম্মিত হয়; তৎপরে এরূপ অল্পে অল্পে সূক্ষ্মতর হইয়া ইহা উন্নত হয় যে, তাহা প্রায় অনুভবই হয় না। শিখর-ভাগ একপ্রকার কার্ণিশদ্বারা পরিসমাপ্ত হয়; তাহার উপর আলোক দিবার স্থান। মঞ্চাগ্রভাগের চতুর্দ্দিক গ্যালারি বা বারাণ্ডা দ্বারা পরিবেষ্টিত; ভিতরে প্রবেশার্থ দ্বার আছে এবং আলোক দিবার স্থানে উঠিবার জন্য সোপান অবস্থিতি করি-তেছে; মধ্যস্থলে চৌকি দিবার গৃহ সমূহ এবং তাহাতে বাতায়ন ও দ্বার শোভা পাইতেছে। অতি সুদৃঢ় প্রস্তরে উক্ত আলোক-মঞ্চ গ্রথিত; আলোকের লণ্ঠন প্রধানতঃ তাম্রনির্ম্মিত ফ্রেমে গঠিত; ষোলটী ফ্রেম, প্রত্যেক ফ্রেমে নয় খণ্ড কাচ সমাবিষ্ট। আলোকের উপর প্যারাবোলাকৃতি রিফ্লেক্টার প্রদত্ত; উহা তাম্রনির্ম্মিত এবং উপরিভাগে সুন্দর পালিস করা রৌপ্যাচ্ছাদন।



7. THE COLOSSUS AT RHODES.

রোডস্ দ্বীপস্থ সুবৃহৎ পিত্তল মূর্ত্তি।



রোড্‌স দ্বীপস্থ সুবৃহৎ পিত্তল মূর্ত্তি।

পিত্তল মূর্ত্তির কথা।

ভূমধ্য সাগরের অন্তর্গত রোড্‌স্ নামক দ্বীপ অতি পূর্ব্বকাল হইতে সমৃদ্ধিশালী ও প্রাচীন সভ্যদিগের বসতিস্থান ছিল। এই দ্বীপের পরিধি ১২০ মাইল; ইহার ভূমি উর্ব্বরা, নানাবিধ শস্য ও ফল এই স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার জলবায়ু সুখকর ও স্বাস্থ্যজনক; ইয়ুরোপখণ্ডে কুজ্ঝটিকা ও মেঘমালায় আকাশ প্রায় সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া প্রায়ই সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, কিন্তু এই দ্বীপে এমন দিন অতি বিরল যাহাতে সূর্য্যকিরণ একেবারেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হোমার পাঠে অবগত হওয়া যায়, অতি পূর্ব্বে গ্রীক্‌জাতি ইহা অধিকার করিয়া তাহাতে বাসস্থানাদি নির্ম্মাণ করে। এই ঔপনিবেশিকগণ ক্রমে বাণিজ্য, শিল্প ও যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং সমীপবর্ত্তী নানা স্থানে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিয়াছিল।

এই দ্বীপের রাজধানী পূর্ব্বভাগস্থ উপকূলভাগে এক ক্রমোন্নত পর্ব্বতের পাদদেশে সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে বহুসংখ্যক সুন্দর বাটী ও দেবমন্দির সংগঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এপোলো দেবের মন্দির অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। রোড্‌স্‌বাসিগণ নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন করতঃ অত্যন্ত ধনবান্‌ হইয়াছিল; কিন্তু মহান্‌ আলেক্‌জাণ্ডার যখন এই দ্বীপ আক্রমণ করেন, তখন উহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে উহারা তদীয় সেনাসমূহকে উক্ত দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করে এবং ইজিপ্তের রাজা টলেমির সহিত মিত্রতা করিয়া এণ্টিগোনাসের বিরুদ্ধাচারী হয়। ইহাতে এণ্টিগোনাস ইজিপ্তের সহিত রোড্‌সের বাণিজ্য রুদ্ধ করিবার জন্য সযত্ন হন, কিন্তু বিফলকাম হওয়াতে ৩৭০ খানি জাহাজ, ৪০,০০০ সৈন্য ও অশ্বাদি লইয়া রোড্‌স্‌ অবরোধ করেন। কিন্তু দ্বীপবাসিগণ অসাধারণ সাহস ও নিপুণতা সহকারে উহাদিগকে পরাস্ত করে; ইহাতে উক্ত সম্রাটের সহিত দ্বীপবাসিগণের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। সম্রাট্‌ দ্বীপবাসীদিগকে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করেন; সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ সংগৃহীত হয়। এই অর্থে সুবিখ্যাত বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল।

ইহার আকৃতি ও অবস্থা।

উক্ত দ্বীপে এপোলো নামক দেবতার বিশিষ্টরূপ অর্চ্চনা হইত এবং উল্লিখিত পিত্তল প্রতিমা এপোলোদেবেরই প্রতি-

মূর্ত্তি। রোড্‌স্‌দ্বীপস্থ রাজধানীতে দুইটী হার্ব্বার বা অর্ণব যান প্রবেশার্থ কৃত্রিম খাত নির্ম্মিত ছিল, তাহার মধ্যে একটীর মুখভাগের প্রশস্ততা ২০ ফুট ও অপরটীর ৫০ ফুট। উক্ত বৃহৎ মূর্ত্তি খাতদ্বয়ের মধ্যে একটীর মুখভাগে সংস্থাপিত হইয়া ছিল এবং দুই দিকের বাঁধা পোস্তার উপর ইহার দুইটী চরণ অবস্থিত ছিল। মধ্যভাগ দিয়া জাহাজ গমনাগমন করিত। অনেকে কহেন মূর্ত্তিটী ২০ ফুট প্রশস্ত খাতের মুখভাগেই সংস্থাপিত ছিল, কারণ মূর্ত্তির যেরূপ দীর্ঘতা তাহাতে উক্ত স্থানে সংস্থাপিত হইলেই চরণদ্বয়ের সাধারণ ভাবে অবস্থিতি সম্ভব হয়; ৫০ ফুট প্রশস্ত খাতের দুইদিকে চরণদ্বয় স্থাপিত হইলে পদদ্বয় অসাধারণ বিস্তার না করিলে তাহা থাকিতে পারে না। মূর্ত্তির দীর্ঘতা ৮৩ হস্ত বা ১২৫ ফুট। ইহার হস্তস্থিত বৃদ্ধাঙ্গুলি এরূপ স্থূল ছিল যে, মনুষ্য হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া তাহাকে বেষ্টন করিতে পারিত না। ইহার অঙ্গুলি সমূহ বড় বড় সাধারণ প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষাও বৃহত্তর। ইহার অভ্যন্তরভাগ শূন্যময়, তাহাতে নিম্ন হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এক বঙ্কিম ভুজঙ্গাকৃতি সোপান অবস্থিতি করিত, ইহার দ্বারা মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যস্থ এক ছিদ্র মধ্যে মনুষ্যগণ মস্তক রাখিয়া সিরিয়া দেশ ও মিসরগামী অর্ণবযান সমূহ দৃষ্টি করিতে পারিত। খৃষ্টীয় শকের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। নির্ম্মাণ করিতে ১২ বৎসর অতীত হইয়াছিল কিন্তু ৬০ বৎসর মাত্র মূর্ত্তিটী দণ্ডায়মান ছিল, তৎপরে এক

প্রবল ভূমিকম্পে নগরস্থ প্রাচীরাদির সহিত উহাও ভূতলশায়ী হইয়াছিল। রোড্‌স্‌বাসিগণ তৎপরে নানাদেশীয় রাজগণের সাহায্যে নগরের অপরাপর ভাগ সুসংস্কৃত করে, কিন্তু ডেল্‌ফির এপোলো মন্দির হইতে দেবতার যে প্রত্যাদেশ হয়, তদনুসারে উক্ত মূর্ত্তিটী পুনরুত্থাপিত হয় নাই। ৮৯৪ বৎসর যাবৎ এই মূর্ত্তি পতিত অবস্থাতেই ছিল। তৎপরে দ্বীপস্থ সারাসিন্‌ জাতীয় অধিবাসিগণ এক ইহুদী বণিক্‌কে উক্ত প্রতিমা বিক্রয় করে; সে ৯০০ উষ্ট্র বোঝাই করিয়া ধাতুরাশি লইয়া গমন করে। প্রত্যেক উষ্ট্র ১০ মণ ভার বহিতে পারে, অতএব হিসাব করিয়া দেখা যায় যে উক্ত প্রতিমা ওজনে ৯০০০ মণ ভারী ছিল।

অন্যান্য মূর্ত্তির কথা।

কন্সটাণ্টিনোপল নগরে এক প্রাচীন পিরামিড্‌ সদৃশ মঞ্চ অবস্থিতি করিতেছে। ইহা প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত; পূর্ব্বে ইহার সমগ্র অবয়ব তাম্রপত্রে আচ্ছাদিত ছিল। ইহার তলভাগে প্রস্তরবৎ খোদিত অক্ষরে এইরূপ কথা লিখিত আছে; "এই চতুষ্কোণ আশ্চর্য্য উন্নত পদার্থ সময়ে সময়ে অনেক স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে রোমেনাসের পুত্র কনস্‌টান্‌সিয়াস্‌ অধীশ্বর হইয়া ইহা এরূপে সংস্কৃত করেন যে, ইহা অবিকল পূর্ব্বের মত হইয়াছে। কলোসাস্‌ নামক রোড্‌স্‌দ্বীপের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি আশ্চর্য্য পদার্থ বটে, কিন্তু এই তাম্রময় কলোসাস্‌ এই স্থানের আশ্চর্য্য পদার্থ।"

রোড্‌স্‌দ্বীপস্থ উক্ত বৃহৎ মূর্ত্তি ব্যতীত ঐ দ্বীপে আরও অনেক বড় বড় পিত্তলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল ; প্রায় ৩০০০ মূর্ত্তি উক্ত ক্ষুদ্রদ্বীপকে অলঙ্কৃত করিত, তন্মধ্যে একশত মূর্ত্তি এরূপ বৃহৎ ছিল যে, অন্য কোন স্থানে তাহার একটীমাত্র থাকিলেই তাহা অতি বিখ্যাত হইয়া উঠে। রোড্‌স্‌বাসিগণের প্রকাণ্ড ভবন ও মন্দিরাদি গ্রন্থন বিষয়েও বহুল নৈপুণ্য ছিল। নগরস্থ রাজপথ সমূহ সরল ও বিস্তৃত ছিল ; পথ পার্শ্বস্থ বাটী সমূহ এরূপ সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও একরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল যে, নগরে প্রবেশ করিলে উহাই এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইত। উক্ত দ্বীপের মুদ্রা নানা প্রকার ছিল এবং তাহার কারুকার্য্যও অতি মনোহর। একটী মুদ্রায় একদিকে সূর্য্যের মূর্ত্তি, অপর দিকে গোলাপ পুষ্পের আকৃতি দৃষ্ট হইয়াছে। এই মুদ্রায় সূর্য্যের মূর্ত্তি থাকায় ইহা যে উক্ত প্রাচীন সময়ের মুদ্রা তাহার সংশয় নাই, কারণ তৎকালীন জনগণ সূর্য্যের পূজা করিত। রোড্‌স্‌, এই নাম হইবার কারণ, ইহা গোলাপ পুষ্পের ন্যায় সমুদ্র মধ্যে শোভা পাইত ; গ্রীক্‌ভাষায় রোড্‌স্‌ অর্থে গোলাপ পুষ্প। মুদ্রার একপৃষ্ঠে গোলাপের আকৃতি থাকিবার হেতু বোধ হয় এই যে, মুদ্রা গোলাপ রাজ্যের অর্থাৎ রোড্‌স্‌ দ্বীপের প্রচলিত, ইহা জ্ঞাপনার্থ চিহ্ন প্রদর্শন।

রোড্‌স্‌দ্বীপ ক্রমে গ্রীক্‌ ঔপনিবেশিকদিগের হস্ত হইতে সারাসিন জাতির হস্তে গমন করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সারাসিনগণ ইহা পরিত্যাগ করে, তখন উহা পুনরায় গ্রীক

জাতির অধিকৃত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জনের নাইট-গণের অধিকারে আইসে; তাহার কয়েক বৎসর পরে তুর্কির স্থলতান উক্ত দ্বীপ গ্রহণার্থ সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক অবরোধ করেন। এই সময় হইতে প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত স্থলতান উক্ত স্থানাধিকার করিবার নিমিত্ত বহুল চেষ্টা করেন, কিন্তু অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত দ্বীপ রক্ষিত হইয়াছিল। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে সলিমান নামক তুর্কীয় স্থলতান স্বয়ং গমন পূর্ব্বক উহা আক্রমণ করেন। দ্বীপরক্ষকগণ অসীম সাহসীকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নগরের ভগ্ন প্রাচীরাদির মধ্যে প্রোথিত হইতে লাগিল। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে দ্বীপের সর্ব্বপ্রধান শাসন-কর্ত্তা দ্বীপটী স্থলতানের হস্তে সমর্পণ করেন। সেই সময় হইতে অদ্যাপি উহা তুর্কির স্থলতানের অধিকৃত হইয়া আছে। এক্ষণে প্রাচীন রোড্‌স্ নগরের কোনরূপ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না।

পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ পিত্তলমূর্ত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে, উহা এপোলো নামক দেবতার প্রতিমা। এপোলো গ্রীক্‌দিগের এক প্রধান দেবতা; ইনি জুপিটার ও লাটোনা হইতে সমুদ্ভূত। ইঁহার পিতার আদেশে ডিল্‌স্ নামক স্থান সমুদ্রগর্ভ হইতে উপরিভাগে সমুত্থিত হয় এবং তথায় এপোলো এবং তাঁহার ভগিনী ডায়েনা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মকালে অনেকে দেবী দর্শনার্থ উপস্থিত হন এবং ইঁহার জন্ম হইলে, ইঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য দেবীগণের নিকট তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হয়।

এপোলো দেবতার কথা।

এপোলো শিল্পবিদ্যা, ঔষধ, সঙ্গীত, কাব্য ও বাগ্মিতার দেবতা। তিনি ঐ সকল সৃষ্টি করেন এবং বংশী নির্ম্মাণ করেন। তিনি জুপিটারের নিকট ভবিষ্যৎ অবগত হইবার ক্ষমতা লাভ করেন, এবং পৃথিবী মধ্যে ইঁহারই ভবিষ্যৎবাণী দৈববাণীরূপে বিখ্যাত হয়। গ্রীসীয় পুরাণে এই এপোলোর নানাবিধ ক্রিয়ার কথা বর্ণিত আছে। এপোলোর আকৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ইনি যুবাপুরুষ, সুন্দর ও লম্বমান-কেশ-পরিশোভিত; এই জন্য রোমীয়গণ তাঁহার আকৃতি অনুকরণে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; এই কারণে তাঁহারা শৈশবকালে সুন্দর কেশগুচ্ছ ধারণ করিতেন; সতের বা আঠার বৎসর বয়সে উহা ছোট করিয়া কর্ত্তিত হইত। এপোলো সর্ব্বদা এক বীণাযন্ত্র অথবা একখানি ধনুঃ লইয়া অবস্থিতি করিতেন এবং তাঁহার মস্তক রশ্মিজালে পরিবৃত ছিল। সর্ব্বত্র তখন এই দেবতার পূজা প্রচারিত ছিল এবং নানা স্থানে ইঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রধান মন্দির সমূহের মধ্যে ডিলস্, ডেল্‌ফি, পাটেনা প্রভৃতির নাম শ্রবণ করা যায়।

অনেকে সূর্য্য ও এপোলোতে অভেদ অনুভব করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত এপোলোর অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। উভয়েই বংশীবাদক; কৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করেন; এপোলো পিথো নামক নাগকে পরাজয় করেন; শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সে চূড়া অর্থাৎ

কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়াছিলেন, এপোলোও দীর্ঘকেশধারী। হোমার নামক ইয়ুরোপের বিখ্যাত আদি কবি ডেলফির এপোলো সম্বন্ধে সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন। তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ক্রিটীয় ঔপনিবেশিক কর্ত্তৃক ডেল্‌ফির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে শুভাশুভ জানিতে ইচ্ছা করিলে এপোলোর মন্দিরে গমন করিত এবং পিথিয়া নাম্নী এক বালিকা দৈববাণী বলিয়া দিত। মন্দির মধ্যস্থ এক পাতালভেদী গহ্বর হইতে গন্ধকের ধূমের ন্যায় বাষ্প বহির্গত হইতে আরম্ভ হইলে উক্ত স্ত্রীযাজক উন্মুক্ত গাত্রে উহার উপর স্থাপিত এক ত্রিপদীর উপর উপবেশন করিত তখন সে অজ্ঞানের ন্যায় হইয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিত এবং মন্দিরের যাজক উচ্চরব করিতে আরম্ভ করিলে সে শুভাশুভ ভবিষ্যৎ ঘটনা উচ্চারণ করিত। উক্ত যাজিকা কুমারীর ন্যায় বেশ ধারণ করিত এবং পরিমিতাচার ও সতীত্ব সংরক্ষণে যত্নবতী থাকিত। বৎসরের মধ্যে বসন্তকালে একমাস কাল মাত্র দৈববাণী প্রাপ্তি সম্বন্ধে পিথিয়ার সাহায্য পাওয়া হইত। যাহারা শুভাশুভ অবগত হইতে গমন করিত তাহারা এপোলোকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিত, তাহাতে মন্দিরে বহুল অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে যেমন তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে হত্যা দিবার প্রথা আছে, পূর্ব্বে গ্রীস, রোম প্রভৃতি স্থানে দৈববাণী সংগ্রহার্থ উক্তরূপ প্রথা ছিল। অবশ্যই সর্ব্বত্র একরূপ প্রথা ছিল না

কিন্তু দৈববাণী সম্বন্ধে বিশ্বাস সকলেরই ছিল। আমাদের দেশে যাহাকে "দেবতার ভর" হওয়া কহে, এপোলোর মন্দিরে পিথিয়ার উপর সেইরূপ কিছু হইত, ইহা অনুভব হয়। ধূর্ত্ত যাজকগণ নানারূপ কৌশল করিয়া সাধারণ লোককে প্রবঞ্চিত করিত। তাহারা এরূপ দৈববাণী রচনা করিয়া বলিত, যাহাতে দ্বিভাব কথা থাকিত; যেরূপ ঘটনা ঘটুক না উক্ত দৈববাণীর অর্থ সেইরূপেই করা যাইতে পারিত। মহান আলেক্জাণ্ডার পর্য্যন্ত দৈববাণী বিশ্বাস করিতেন এবং পারস্য যুদ্ধযাত্রার সময় উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পিরস্ টারেণ্টামের অধিবাসিগণকে রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রথমে সাহসী হন নাই, কিন্তু তিনি দৈববাণী শ্রবণে তাহা স্বীয় পক্ষের শুভকর মনে করিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন; দৈববাণীর প্রতারণা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি শেষে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। দৈববাণী এই প্রকার হইয়াছিল, "এক পরাক্রান্ত রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" ইহা দুদিকেই খাটে; যুদ্ধে অবশ্যই একপক্ষ পরাজিত হইবে; শেষে স্বপক্ষের পরাজয় হওয়াতে উক্ত দৈববাণী অর্থতঃ খাটিয়া গেল।

অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি।

মেম্নোনিয়াম্ স্থানের বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মধ্যে এক রক্ত প্রস্তর খোদিত বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার কটিদেশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং উর্দ্ধভাগ উত্থান ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে ইহা পতিত হইবার সময় মন্দিরস্থ

প্রাচীর ভগ্ন করতঃ ভূপতিত হইয়াছিল। মুখমণ্ডল এক্ষণে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহার বাম পদতল এখনও অবিকৃত রহিয়াছে, ইহার প্রশস্ততা ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি। ইহার বক্ষঃস্থলের বেড় প্রায় ৪০ হস্ত!!! ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই মূর্ত্তির হস্তাগ্রভাগ রক্ষিত হইয়াছে। বেলজোনি এই স্থান হইতে এক বৃহৎ মূর্ত্তির মুণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইহার উচ্চতা আট ফুট। এই অংশও এক্ষণে ব্রিটিশ মিউজিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়। থিবস্ নামক স্থানে দুইটী বৃহদাকার প্রস্তরময় মূর্ত্তি চেয়ারে উপবিষ্টভাবে গঠিত হইয়া অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহারা প্রায় ৫০ ফুট উন্নত; যে স্থানে উপবিষ্ট আছে, তাহা ৬ ফুট উন্নত, ১৮ ফুট লম্বা ও ৪৪ ফুট বিস্তৃত। দুইটি মূর্ত্তি পরস্পর ৫৪ ফুট অন্তরে অবস্থিত এবং উভয়ই দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইয়া আছে ও একের পশ্চাতে অপরটী আকারে ও প্রকারে উভয়ই প্রায় একরূপ; দক্ষিণাংশে যেটী অবস্থিত সেটি একখানি মাত্র প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উত্তরদিকস্থ মূর্ত্তিটী কটিদেশে ভগ্ন রহিয়াছে।

প্রাচীন আশ্চর্য্য সম্পূর্ণ।



তাজমহল

ভারতবর্ষে আগ্রা নগরস্থ তাজমহল নামক সমাধি মন্দির এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। নানা দূরদেশ হইতে মনুষ্যগণ ভারতবর্ষে কেবল তাজমহল দেখিবার জন্য আগমন করে! ইহার নাম পৃথিবীস্থ সর্ব্বদেশেই প্রসিদ্ধ। ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতে যদি কোন পর্য্যটক বা অপর কোন ব্যক্তি ভারত ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে তাজমহল দেখিয়াছেন কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করেন, এবং উৎসুক চিত্তে উহার বর্ণনা শ্রবণ করিয়া থাকেন। রোম নগরস্থ বর্ত্তমান সেণ্টপিটারের গির্জ্জা দেখিবার জন্য যেমন অনেকে ব্যগ্র হন, মিসরের পিরামিড দেখিবার জন্য যেমন ব্যক্তি মাত্রেই অভিলাষ করেন, ভারতের তাজমহল দেখিবার জন্যও সেইরূপ ইয়ুরোপীয়গণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়া থাকেন। তাজমহলের শোভা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিবার জন্য উহা স্বচক্ষে দর্শন

করাই আবশ্যক, নহিলে কেবল বর্ণনা পাঠ করিয়া উহার তাৎপর্য্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার যো নাই।

নুরজাহানের কথা।

দিল্লীর সম্রাট মহাত্মা আকবরের পৌত্র শাজাহান নামক সম্রাট স্বীয় পত্নী ও নিজের সমাধির জন্য এই পরমাদ্ভুত সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আকবরের পুত্র সেলিম, যিনি পরে সম্রাট হইয়া জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পিতার জীবনকালে নুরজাহান নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এই কন্যা এক সামান্য বণিকের কুলে সমুৎপন্ন, এবং ইহার মাতা আকবরের অন্তঃপুরে দাসী বা সখীর কার্য্য করিতেন, এই কারণে আকবর স্বীয় পুত্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হেয় বিবেচনায় উহাতে সম্মতি দিলেন না। তিনি বরং সের আফগান নামক এক প্রিয় সেনাপতির সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ প্রদান করাইয়া উহাকে স্থানান্তরিত করেন। সের আফগান বঙ্গদেশে এক জায়গীর লাভ করতঃ এক উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আকবরের অবিলম্বে মৃত্যু হইলে সেলিম সম্রাট্ হইয়া নুরজাহানকে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সের আফগানের নিকট এতদর্থে দূত প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে স্বীয় পত্নীকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সের আফগান উক্ত বাক্যে কুপিত হইয়া উক্ত দূতের প্রাণ বধ করেন। জাহাঙ্গীর ইহাতে কুপিত হইয়া সের আফগানকে

শাস্তি দিবার ছলে সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তৎপরে তিনি নুরজাহানকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিয়া স্বকীয় অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দেন এবং তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন। নুরজাহান প্রথমতঃ স্বামীঘাতককে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন, কিন্তু পরে সম্মতা হইলে মহাসমারোহে বিবাহ হয়। পূর্ব্বে ইঁহার নাম ছিল "নুর মহল" অর্থাৎ "গৃহ জ্যোতিঃ" এক্ষণে নাম হইল "নুর জাহান," অর্থাৎ "জগজ্জ্যোতিঃ"। ইনি সম্রাটের উপর পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই নুরজাহানের এক ভ্রাতুষ্কন্যা ছিল, তাহার নাম "মম তাজমহল"। ইনিও অসাধারণরূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের অপর মহিষীর গর্ভ সম্ভূত সাজাহান নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত মমতাজমহলের বিবাহ হয়। মমতাজমহলের পূর্ব্বনাম "আর্জ্জুমন্দবানু," সাজাহানের পূর্ব্ব নাম "খরম," এই বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হইতেছে।

মম তাজমহলের কথা।

মমতাজমহলের সহিত প্রথমে জামাল খাঁ নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বিবাহ হইয়াছিল। যুবরাজ খরম জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশাতেই মধ্যে মধ্যে জামাল খাঁর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিতেন এবং এই অসাধারণ রূপলাবণ্য-বতী কামিনীকে তথায় অবলোকন করতঃ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তৎপ্রতি স্বাভিলাষ চিত্ত হন; কিন্তু কামিনী পরস্ত্রী

বলিয়া মনের আবেগ মনেতেই দমন করিয়া রাখিতেন অবশেষে এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল যে তাহাতে খরমের স্বাভিলাষ পূরণের অবকাশ সত্বরই আগমন করিল। বাদসাহের অন্তঃপুরের "খোসরাজ" নামক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক-গণের মেলা হইত। সেই মেলায় নানাস্থানের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতীগণ নানা মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কারাদি আনয়ন পূর্ব্বক প্রদর্শনার্থ সংস্থাপিত করিতেন। বাদসাহের পরিবারবর্গ ভিন্ন সে মেলায় অপর কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। ঐ সকল দ্রব্যাদি বাদ্‌সাহের পরিবারবর্গ ক্রয় করিয়া লইতেন। যে স্ত্রীলোক যেরূপ সুন্দরী তাঁহার অলঙ্কারাদি তদ্রূপ বহুমূল্য, এইজন্য দ্রব্যাদি যথার্থ মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, ও চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রীত হইত। একবার এই মেলায় জামাল খাঁর পত্নী আর্জ্জুমন্দবানু অলঙ্কারাদি বিক্রয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত সর্ব্বস্ত্রীলোকগণের মধ্যে রূপলাবণ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন, তাহাতে তিনি যুবরাজের পরিচিতা, এইজন্য তাঁহার দ্রব্যাদি যুবরাজ বহুমূল্য দিয়া ক্রয় করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা আগতা হইলে যখন অপরাপর স্ত্রীগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে উদ্যতা হন, তখন যুবরাজ পুনর্ব্বার আর্জ্জুমন্দবানুর সমীপে আসিয়া তাঁহাকে স্বীয় আবাসে নিমন্ত্রণ করেন। আর্জ্জুমন্দবানু যদিও যুবরাজের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পরপুরুষের গৃহে সন্ধ্যার পর গমন করা অনুচিত বিবেচনায় প্রথমে

অস্বীকার করেন, কিন্তু যুবরাজের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ অন্যথা করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বীকার করেন। যুবরাজ হীন প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি প্রভুশক্তি সম্পন্ন ও আসক্ত-চিত্ত হইলেও আর্জ্জুমন্দের প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার বা অত্যাচার করেন নাই। তিনি ইঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া ভদ্রলোক পরস্ত্রীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ শিষ্টাচারে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বগৃহে প্রেরণ করেন। অধিক রাত্রি হওয়াতে আর্জ্জুমন্দবানুর স্বামী জামাল খাঁ স্বীয় স্ত্রীকে কলঙ্কিনী বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন ও বাটী হইতে নিষ্কাষিত করিয়া দেন।

যে কামিনী পরে ভারতসম্রাটের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিলেন, যাঁহার সমাধি মন্দির পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া অদ্যাপি বিখ্যাত, তাঁহার উক্ত রজনীতে কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা একবার মনে ধারণা কর। অপকলঙ্কে মলিনা, আশ্রয়াভাবে অশরণা সেই কামিনী তখন কোথায় যান, কোথায় থাকেন এই ভাবনায় তাঁহার চিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়াছিল। পরদিন যুবরাজ জামাল খাঁর এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হন এবং তাঁহাকে বিনাশার্থ হস্তী পদতলে নিক্ষেপার্থ আদেশ করেন। আর্জ্জুমন্দবানুর অনুরোধে যুবরাজ তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন। জামাল খাঁ স্বীয় পত্নী কর্তৃক রক্ষিত হইলেও তাঁহাকে কলঙ্কিনী বোধে পরিত্যাগ করেন। 'ইহাতে যুবরাজ ইঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া

মুসলমান প্রথা অনুসারে মহাসমারোহে তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর যখন জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় তখন, খরম সাজাহান্ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন এবং স্বীয় মহিষীকে "মম্‌তাজমহল" নাম দিয়া স্বীয় সিংহাসনের অর্দ্ধভাগিনী করিলেন। বিধির বিপাকে যে মণি লৌহে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহা এক্ষণে কাঞ্চনে সুসঙ্গত হইয়া পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। যাহার সহিত যাহার স্বাভাবিক মিলন তাহার সহিত সেই মিলন হইলেই পরম রমণীয় হয়, এই জন্য মনোবৃত্তানুসারিণী পত্নী লাভ করা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

তাজমহল হইবার কারণ।

সাজাহানের ঔরসে মম্‌তাজমহলের দারা, সুজা, মোরাদ ও আরাঞ্জীব নামক চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত আরাঞ্জীব পরে সম্রাট হইয়াছিলেন। মম্‌তাজমহল নাকি স্বীয় অবিলম্বিত মৃত্যুর বিষয় পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রিয়পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এই চিন্তায় অধীর হইয়াছিলেন। একদিন তিনি পরিহাসচ্ছলে সাজাহানকে কহেন যে, "আমি মরিলে কি তোমার আমায় মনে থাকিবে। অপর কোন নারী হয়ত তখন আমার পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিবে। ইহাতে সাজাহান এই প্রত্যুত্তর দেন, "যদি ভগবান্ আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া তোমা ধনে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলেও

তুমি যে স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছ, সেই স্থান অধিকার করিয়াই থাকিবে। শূন্য স্থান পাইলে ত অপরে তাহা অধিকার করিবে, আমার হৃদয়, যখন তোমার মৃত্যুর পরও তোমার চিন্তায় অধিকৃত থাকিবে তখন অপরে তাহা অধিকার করিবে কিরূপে? তদ্ভিন্ন তোমার স্মরণার্থ এমন এক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিব যে চিরকাল তোমার নাম পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

মমতাজমহলের কনিষ্ঠা কন্যা যখন প্রথম সন্তান প্রসব করেন তখন তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর কয়েক দিন ধরিয়া রাজকার্য্য বন্ধ হয়; দিল্লী ও আগ্রা নগরের সমস্ত দোকান পাঠ বন্ধ হয়; মস্জীদে মস্জীদে মমতাজমহলের পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা হইতে থাকে; রাজপথ সমূহ জনতা পরিশূন্য ও ব্যক্তি মাত্রেরই ম্লানবদন দৃষ্ট হইয়াছিল। সম্রাট্ স্বায় দুরবগাহ গম্ভীর প্রকৃতি আর স্থির রাখিতে পারিলেন না, কয়েক দিন ধরিয়া নিয়ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহা-সমারোহে মৃতদেহ সমাহিত হয়।

তাজমহলের অবয়ব।

পূর্ব্বে দিল্লীনগরই মুসলমান সম্রাট্গণের রাজধানী ছিল, কিন্তু মহান্ আকবর আগ্রানগরে রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। সেই অবধি আগ্রা নগরই মোগল সম্রাটদিগের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়।

প্রসিদ্ধ তাজমহল। এই আগ্রা নগরের মধ্যে এরূপ স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে রাজভবনের সর্ব্বাংশ হইতেই ইহা দেখা যাইত। সাজাহান সর্ব্বদাই স্বীয় পত্নীর সমাধিমন্দির সন্দর্শন করিতে পারিবেন বলিয়াই উহা তদনুরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাজমহলের চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত; ইহার মধ্যে সুন্দর উপবন, পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণ এবং পরমাদ্ভুত তাজমহল শোভমান। উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত সমগ্র স্থানের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১২৪০ হস্ত এবং প্রস্থে ৬৬৭ হস্ত। তাজমহলের বহিঃস্থ প্রাঙ্গণ চতুর্দ্দিকে সুদৃশ্য ও সুগঠিত প্রাচীর দ্বারা শোভমান, তাহাতে চারিটী প্রবেশ দ্বার। প্রধান প্রবেশ দ্বারের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ৯৩ হস্ত এবং প্রস্থে ৭৩ হস্ত; এই দ্বার প্রাঙ্গণ হইতে উপবনের দিকে উন্মুক্ত। এই উপবনে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে বাঁধান কৃত্রিম খাত, সুন্দর প্রস্রবণ ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষের শ্রেণী অবলোকন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। যে স্থলে সমাধি মন্দির গ্রথিত হয়, তথায় প্রথমে এক চতুষ্কোণ চত্বর নির্ম্মিত হয়; তদুপরি সমুন্নত মঞ্চ সমূহ সন্নিবেশিত। এই চতুষ্কোণ চত্বরের পারমাণ প্রত্যেক দিকে ২০৮ হাত এবং ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা ১২ হাত। চত্বরের সর্ব্বত্রই সুন্দর শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত; ইহার প্রত্যেক কোণে চারিটী উন্নত মিনার বা মঞ্চ, উচ্চতায় ইহারা ৭৫ হস্ত। এই মঞ্চগুলি সুদৃশ্য ও অতি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত। মধ্যস্থলে প্রধান মন্দির; এক এক দিকে ৬৪ হস্ত, এরূপ সমচতুষ্কোণ স্থানের কোণ চতুষ্টয়

হইতে ২২ হস্ত পরিমাণ স্থান কমাইয়া লইলে যে গোলাকার স্থান সমুৎপন্ন হয় সেই সমস্ত স্থান উক্ত মন্দির দ্বারা অধিকৃত। এই মন্দির মধ্যভাগস্থ প্রধান "ডোমে" বা চূড়ার পরিধি প্রায় ১২০ হস্ত এবং উচ্চতা ৪০ হস্ত। এই চূড়ার অধোভাগে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত একপ্রকার বেষ্টনী অবস্থিতি করিতেছে। তাহার মধ্যে দুইটী শব-স্থান বিনির্ম্মিত; কিন্তু ইহার মধ্যে শব অবস্থিতি করে না। সম্রাট্ ও মহিষীর শবস্থান ভূমির উপর গ্রথিত এক খিলানযুক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছে; তাহার উপরিভাগে সমগ্র মন্দির বিনির্ম্মিত। উক্ত প্রধান চূড়ার চতুষ্কোণে চারিটী ক্ষুদ্র চূড়া অবস্থিত; ইহাদের উচ্চতা প্রায় ১৭ হাত এবং পরিধি ১৫ হাত।

তাজমহলের শোভা।

তাজমহলের বাহিরের শোভা অপেক্ষা অভ্যন্তরের শোভা আরও মনোরম। অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর মধ্যে নানাবর্ণ বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা লতা, পাতা, ফল, পুষ্প প্রভৃতি এরূপ সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সহিত সংগঠিত হইয়াছে, যে তাহা সন্দর্শন করিলে মনোমধ্যে অভূতপূর্ব্ব চমৎকার ভাবের উদয় হয়। তদ্দর্শনে সুনিপুন শিল্পিগণের অসাধারণ ক্ষমতা এবং সম্রাটের বিপুল অর্থের কথা যুগপৎ চিত্তমধ্যে সমুপস্থিত হয়। কোথাও সমগ্র মার্ব্বেল প্রস্তরের উপর দ্বার ও তদ্বেষ্টক লতা পাতা প্রভৃতির আকৃতি এরূপ সুন্দরভাবে খোদিত যে, যে তাহা

সন্দর্শন করিলে শিল্পকরের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অধিক আর কি বলিব, তাজমহলে যাহা আছে তাহা আর কুত্রাপি নাই, সুতরাং উহার সহিত তুলনা দিবার বস্তু জগতে দেখা যায় না। তাজমহলের উপরে গৃহভিত্তিতে পারস্যভাষায় ইহার নির্ম্মাণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার বাঙ্গালা এই প্রকার;—

"আর্জ্জুমন্দবানু বেগম—যাহার উপাধি ছিল মম্ তাজমহল,—এই সমাধিমন্দির নিম্নে তাঁহার প্রিয়পতি সম্রাট্ সাজাহানের সহিত চিরকালের জন্য বিশ্রাম করিতেছেন। ১০৪০ হিজিরায় রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়।"

"রিদ্ওন্ ও খু নামক দুই স্বর্গের বর্ত্তমান অধিবাসী তারকাময় আকাশ-সিংহাসনে উপবিষ্ট "সাজাহান পাতসাহ গাজী" এই স্থানে সমাহিত হইয়াছেন। ১০৭৬ হিজরায় রজবের ষড়্‌বিংশতি দিনে (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।"

ইহার নির্ম্মাণ বিবরণ।

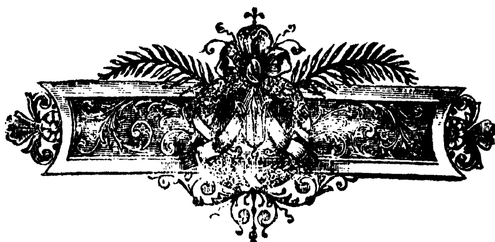
ইহার পর শিল্পিগণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে প্রধান কারুকরের নাম ইসা মহম্মদ, ইঁহার মাসিক বেতন ছিল এক সহস্র মুদ্রা। প্রধান চিত্রকর আমারনুদ খাঁ সিরাজ হইতে আসিয়াছিলেন ইঁহার বেতনও এক সহস্র মুদ্রা। তদ্ভিন্ন তুরস্ক, পারস্য, দিল্লী, পাঞ্জাব ও কটক হইতে বহুল শিল্পকর আনীত হইয়াছিল। জয়পুর ও রাজপুতানা

হইতে শ্বেত মর্ম্মর আসিয়াছিল, ইহার প্রত্যেক বর্গগজের মূল্য ৪০ টাকা। নর্ম্মদাতীর হইতে পীত মর্ম্মর প্রস্তর আইসে, ইহারও মূল্য ঐরূপ কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর "চার পাহাড়" হইতে সংগৃহীত হয়, ইহার প্রতি বর্গগজের মূল্য ৯০ টাকা চীন দেশ হইতে স্ফটিক মর্ম্মর সমানীত হইয়াছিল, ইহার প্রতি বর্গগজের মূল্য ৭০ টাকা। পাঞ্জাব হইতে সূর্য্যকান্তমণি, বোগদাদ হইতে পথরগ মণি, তিব্বত হইতে নীলকান্ত মণি, সিংহল হইতে "লাপিস্‌লাজুলি" নামক বহুমূল্য মণি এবং আরব ও লোহিত সাগর হইতে প্রবাল আনীত হইয়াছিল। অনেক এমন মণির নাম আছে যে বাঙ্গালায় তাহার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। এই সকল মণিমুক্তার অধিকাংশ জাঠ ও অন্যান্য লুণ্ঠনকারীদিগের দ্বারা অপহৃত ও বিক্রীত হইয়াছিল।

অষ্টিন্ ডি বোঁদো নামক এক ফরাসি স্থপতিবিদ্ অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন; তাজ নির্ম্মাণের সময় তাঁহার সাহায্য গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহাকে এদেশে "ওস্তম্ ইয়ান্ত" বলিত। তাজমহলের গৌরব বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই। সাজাহান নিজের সমাধির জন্য যমুনার পরপারে তাজমহলের সম্মুখে তদনুরূপ অপর এক সমাধিমন্দির আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে পুত্রগণ তাঁহার বিদ্রোহী হওয়াতে তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাজমহলের সহিত এই সমাধিমন্দির যমুনোপরি

সংস্থাপিত এক মার্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত মনোরম সেতুদ্বারা সংযুক্ত করিবেন। যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিত তাহা হইলে যে কি পরমাদ্ভুত পদার্থের স্থষ্টি হইত তাহা অনুভবেই আইসে না।

ঠগীশাসনের জন্য যে বিখ্যাত শ্লীমান্ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এক সময়ে স্বীয় পত্নীর সহিত তাজমহল দর্শন করিতে যান। ফিরিয়া আসিবার সময় শ্লীমান সাহেব পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন, "তাজ কেমন দেখিলে, বল।" ইহাতে তাঁহার পত্নী সাহাস্য বদনে, উত্তর করিলেন, "যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনার সামর্থ্য নাই। তবে আমার কবরের উপর যদি কেহ ঐরূপ তাজ করিয়া দেয় তাহা হইলে আমি এখনই মরিতে প্রস্তুত।"



চীনদেশের প্রাচীর



চীনদেশের কথা।

চীনদেশ অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। চীন দেশীয়গণ চিরকাল সূক্ষ্ম শিল্প বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ। উহারাই প্রথমে বন্দুক ও কামানের সৃষ্টি করে এবং বারুদ নির্ম্মাণের প্রণালী আবিষ্কার করে। বর্ত্তমান কালে যুদ্ধাদির প্রধান উপকরণ বন্দুক ও কামান; কিন্তু পূর্ব্বকালে উহার বিষয় কোন দেশে কেহই অবগত ছিল না, তখন সর্ব্বত্র ধনুর্ব্বাণ মাত্র যুদ্ধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ ছিল। চীনবাসিগণের নিকট প্রথম শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যজাতিগণ এক্ষণে ঐ সকল যুদ্ধোপকরণের বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যে দিয়াশলাই এক্ষণে মনুষ্যজাতির নিত্য সহচর, তাহার উদ্ভাবকও চীনদেশ। যে রেশমী বস্ত্র এক্ষণে সভ্য জগতে পরিচ্ছদের উৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকে, সেই রেশমী বস্ত্র ও রেশম

প্রস্তুত করিবার প্রণালী চীনবাসীরাই প্রথম আবিষ্কার করে। সংস্কৃত ভাষায় এইজন্য রেশমী বস্ত্রকে চীনাংশুক কহিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অপরাপর নানা বিষয়ে চীনবাসিগণ নানা আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছে। অতএব চীনদেশই এক পরমাদ্ভুত পদার্থ; কিন্তু উহাদের এক্ষণে দোষ এই, উহারা মনে করে যে চীনের তুল্য সভ্য ও ক্ষমতাশালী রাজ্য আর নাই ও থাকিতে পারে না। এই জন্যই উহাদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে।

চীনীয়গণ নিজ দেশকে "চংকুয়ো" কহিয়া থাকে; মোগলেরা ইহাকে "কাথে," তাতারেরা "নিকান কুয়ান," জাপানীরা "থ" এবং শ্যাম ও আসামবাসীরা "চীন" কহিয়া থাকে। ভারতীয়গণ চীন হইতে চীন নাম বাহির করিয়াছেন এবং ইহা হইতেই ইয়ুরোপীয়গণ "চায়না" নাম প্রদান করিয়াছেন। চীনসাম্রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত; কেবল চীনদেশ মাত্রই ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; তাহার উপর চীনীয় তাতার ও তিব্বত রাজ্য চীনের অধীন। কথিত আছে চীন সাম্রাজ্য, খ্রীষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২৯৫০ বৎসর পূর্ব্বে "ফেহি চিয়েঞ্জি" নামক এক চীনবাসী কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। ইনিই চীন রাজ্যের প্রথম সম্রাট। তৎপরে সিন্নং প্রভৃতি সাতজন সম্রাট্ রাজত্ব করিবার পর "হায়া" নামক রাজবংশ স্থাপিত হয়। ঐ বংশে ১৭ জন সম্রাট্ রাজত্ব করিলে "সাং" বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়া থাকেন। ১১২২ খৃষ্ট পূর্ব্ব

শক পর্য্যন্ত এই বংশে ২৮ জন নরপতি সাম্রাজ্য ভোগ করেন তৎপরে "চিউ" নামক বংশের স্থাপনা হয়। খৃঃ পূঃ ২৫৫ পর্য্যন্ত ঐ বংশীয় ৩৫ জন রাজা রাজত্ব করেন। তৎপরে "ছিন্" বংশ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।

চীনের প্রাচীর কেন হইল ?

এই বংশীয় রাজগণের মধ্যে চিং নামক রাজা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন। এই রাজা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন, তিনি সমস্ত রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য সংস্থাপন করিবার মানসে খৃষ্টীয় শকের ২১৩ বৎসর পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় রাজগণকে পরাভূত করতঃ তাহাদিগকে নিজের অধীন বলিয়া স্বীকার করাইয়াছিলেন এবং সমস্ত রাজ্য ৩৬টী বিভাগে বিভক্ত করেন। তাতার দেশীয় দুবৃর্ত্তগণ বারম্বার চীনের উত্তরাংশে প্রবেশ করিয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত উপদ্রব করিত, তাহাতে প্রজাগণের ধন প্রাণ ও মান অক্ষুণ্ণ রাখা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দেখিয়া উক্ত রাজা তাতার-দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ মানসে উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। তাহারা পুনরায় আগমন করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি বিখ্যাত প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই প্রাচীর পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্ভুত পদার্থ হইয়া অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ২১০০ বৎসর অতীত

হইল, তথাপি এই প্রাচীর গিরিবৎ দুর্ভেদ্য হইয়া মনুষ্য কীর্ত্তির উৎকর্ষ জন সাধারণের নিকট প্রচার করিতেছে।

প্রাচীরের কথা।

সাংহাইউই নামক বিখ্যাত স্থান হইতে এই প্রাচীর আরম্ভ হইয়াছে; এই স্থানে যে গেট বা দ্বার আছে তাহাকে সাংহাই কোয়ান বা পর্ব্বতময় সমুদ্র প্রাচীর কহিয়া থাকে। এই স্থান পূর্ব্ব সমুদ্রতীরে অবস্থিত; লর্ড জসিলিন জাহাজ হইতে এই প্রাচীর যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহার এই প্রকার বর্ণনা করেন;—"প্রাচীরটী উক্ত দেশীয় সমুদ্রতটস্থ, শৈল শ্রেণীর সহিত সমভাবে উন্নত হইয়া বরাবর সমুদ্রতীর দিয়া নির্ম্মিত। সমুদ্রতট দিয়া প্রাচীরটী বহুদূর গমন করতঃ এক দীর্ঘ শৈল শ্রেণীর নিকট শেষ হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রাচীর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে; চিল্‌হি নামক স্থানে কিছু উত্তর দিক্ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ বহুদূর গমন করতঃ পীত নদীর তীর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। এই অংশটি অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত এবং এই সকল স্থানে সৈন্যগণের বাসভবন ও বাজার সমূহ সংস্থাপিত আছে। চিল্‌হি প্রদেশে হোয়াংহো নদীর সন্নিহিত ভূভাগ দুইটী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, একটীর অভ্যন্তরে অপরটী। পীত নদীর যে স্থানে প্রাচীরটী উপস্থিত হইয়াছে, তথা হইতে পুনর্ব্বার উত্তর পশ্চিম দিক্ অভিমুখে গমন করতঃ ফিয়াউ কিয়াং নামক স্থানে বিশ্রাম করিয়াছে।"

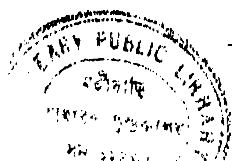
প্রাচীরের আকৃতি।

সমগ্র প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১২৫০ মাইল; যে সকল দেশের মধ্য দিয়া প্রাচীর নির্ম্মিত সেই সকল দেশের প্রাকৃতিক গঠনানুসারে প্রাচীরের গঠনও ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। পূর্ব্ব দিক্ অপেক্ষা পশ্চিমদিকস্থ প্রাচীর লঘুতর পদার্থে নির্ম্মিত, কারণ তথাকার ভূমি যেরূপ তাহাতে মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীরই উপযুক্ত, অন্যত্র মৃত্তিকাস্তূপের বহির্ভাগে ইষ্টক ও প্রস্তরের গ্রন্থন দ্বারা উহা সমাচ্ছাদিত। পূর্ব্বাংশে মৃত্তিকা ও পেব্‌ল বা নুড়ি পাথরের স্তূপ, বহির্ভাগে পাকা গাঁথুনি এবং সমস্ত প্রাচীর প্রস্তরময় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। সমস্ত প্রাচীর তলভাগে ২৫ ফুট ও উপরিভাগে ১৫ ফুট, এবং উচ্চতায় ইহা ১৫ ফুট হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায়। প্রাচীরের শিরোভাগে টালিদ্বারা বিলক্ষণ "মেজেমো" করা এবং পাতলা আলিসার দ্বারা উহা রক্ষিত। এই আলিসা যেরূপ পাতলা তাহাতে, কামান আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে যে এই প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কারণ কামান ভিন্ন আর কিছুতেই দূর হইতে উহা ভগ্ন করিবার যো নাই।

প্রাচীরের উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মিত মঞ্চ অবস্থিতি করিতেছে, উহাদের মধ্যে কোন কোনটী ৪০ ফুটেরও অধিক উন্নত। ঐ সকল মঞ্চ প্রাচীর চূড়া হইতে বিনির্ম্মিত নহে, উহারা নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইয়াছে

নিম্নভাগে উহারা ২০ ফুট সমচতুষ্কোণ এবং উর্দ্ধভাগে ৩২ ফুট; কোন কোন মঞ্চ দ্বিতল, এবং উচ্চতায় ৫০ ফুট; এই প্রাচীর গ্রথিত হইবার পর দস্যুবৎ তাতারীয়গণ অনেক কাল আর চীনে প্রবেশ করিতে পারে নাই। চীনদেশীয় প্রাচীর যে অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত তাহার কারণ যে দুর্ভেদ্যত্ব তাহা নহে, কিরূপে এতবড় প্রাচীর স্বল্পকালের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা এতকাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই আশ্চর্য্য।

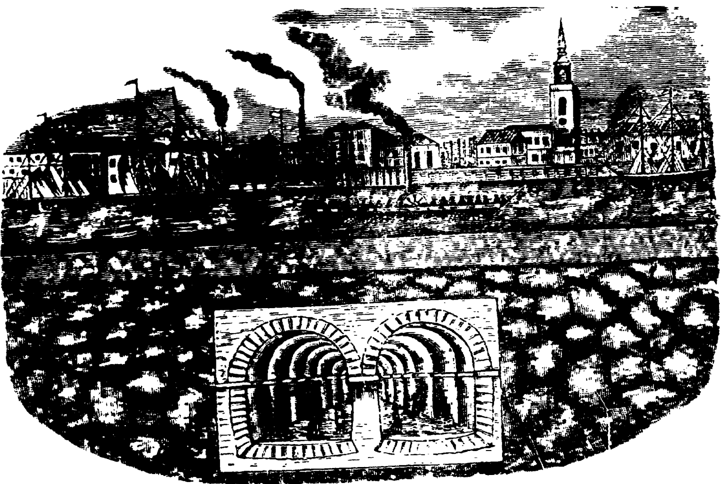
চীনদেশে অপর এক আশ্চর্য্য পদার্থ আছে,—উহা চীনদেশীয় নির্ম্মিত মন্দির। পোর্সিলেন বা চীনদেশীয় কাচ সকলেই দেখিয়াছেন; চীনীয়গণ এই কাচে ইষ্টক নির্ম্মিত করিয়া উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। নানকিন নগরে উক্ত মন্দির অবস্থিত; খৃষ্টীয় শকের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটী ১৮০ হস্ত উন্নত ও সপ্ততল বিশিষ্ট। প্রথম তলায় উঠিতে ৪০টী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। ইহার শিল্প নৈপুণ্য অতি মনোহর; অদ্যাপি ইহা সমভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।





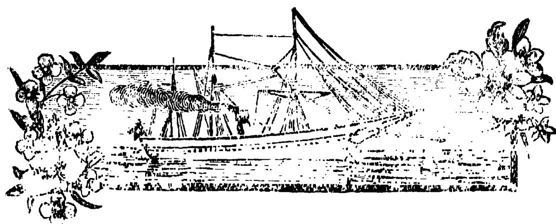
9. THE CHINESE WALL.

চীন দেশের প্রাচীর।



O. THAMES TUNN

টেমস নদীর সুড়ঙ্গ পথ



টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গ পথ।

—◇—

টেমস্ নদীর কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান মনুষ্যকীর্ত্তি টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গ; ইহাতে পূর্ত্তবিদ্যার চরম উৎকর্ষ এবং ইংরাজ জাতির দৃঢ় অধ্যবসায় সমভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে টেমস্ নদী অত্যন্ত বিখ্যাত; কারণ প্রসিদ্ধ লণ্ডন নগর এই নদীর তীরে অবস্থিত। সমগ্র শাখা প্রশাখাদির সহিত এই নদীর দীর্ঘতা ২২৮ মাইল এবং ৬০০ বর্গ মাইল স্থানের বৃষ্টিজল এই নদীতে পতিত হয়। লণ্ডন নগরের প্রয়োজনীয় যত জল তাহার অর্দ্ধেক এই নদী হইতে সমুত্থাপিত হইয়া থাকে। এই নদীর জল রজতের মত শুভ্র এবং গিরিশৃঙ্গ হইতে দর্শন করিলে বোধ হয় দ্রবীভূত রজত স্রোত অবিরল গতিতে প্রধাবিত হইতেছে। এই নদীর এক পার হইতে অপর পারে যাইবার জন্য ইহার উপরে অনেকগুলি অদ্ভুতাকৃতি সেতু আছে, কিন্তু নদীর নিম্নভাগে মৃত্তিকার নীচে যে সুড়ঙ্গ অবস্থিতি

করিতেছে তাহাই সমধিক আশ্চর্য্য। উপরে নদী প্রবাহিত, তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ যাতায়াত করিতেছে এবং তাহার তলভাগের মৃত্তিকা নিম্নে অপূর্ব্ব সুড়ঙ্গ দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? কিরূপে এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

সুড়ঙ্গের কথা।

অনেক দিন হইতে লণ্ডন নগরের নিকট উক্তরূপ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা হয়। কেহ কেহ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া পরে অকৃতকার্য্য হন। কারণ, নির্ম্মাণ করিতে করিতে উপর হইতে প্রকাণ্ড বালুকারাশি নিপতিত হইয়া পথ একবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলে। ইহাতে এরূপ পথ নির্ম্মাণ করা অসাধ্য বিবেচনায় তাহা পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রুনেল নামক এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনুমতি অনুসারে গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে উক্ত সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য শেষ করেন।

কিরূপে ইহা নির্ম্মিত হইল?

প্রথমতঃ তিনি নদীস্রোত হইতে বহুল অন্তরে ইষ্টকগ্রন্থন দ্বারা এক নল নির্ম্মাণ করেন; ইহার পরিধি ১৬ গজ

এবং উচ্চতা ১৪ গজ। ইহার ঘনতা সর্ব্বত্র এক গজ। তৎপরে তিনি কাষ্ঠফলক ও লৌহফলক দ্বারা ইহা দৃঢ়রূপে আহৃত করেন, এবং ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ মৃত্তিকা সরাইয়া ইহাকে ভূমিতে নিহিত করেন। এই নলের অভ্যন্তরে সোপান সমূহ নির্ম্মাণ করান, তৎপরে জল তুলিবার জন্য বাষ্পীয় পম্প্ সংস্থাপিত করেন; ইহার মধ্যে যে সমস্ত জল চুয়াইত তাহা এই পম্প্ দ্বারা উত্থাপিত ও নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎপরে সুড়ঙ্গ-দ্বার নির্ম্মাণের পর সুড়ঙ্গের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ মৃত্তিকাভ্যন্তরে পথ নির্ম্মাণ তত ক্লেশকর বোধ হয় নাই, কারণ উপরের ভূমি কঠিন ছিল কিন্তু সুড়ঙ্গ যখন নদীর ঠিক নিম্ন ভাগে আসিল তখন রাশি রাশি বালুকা পতিত হইয়া বারম্বার পথ রুদ্ধ করিতে লাগিল। এমন কি উপর হইতে জল স্রোত মধ্যে মধ্যে বেগে নামিয়া আসিতে লাগিল। সকলেই ভাবিল এরূপ পথ যথার্থই অসাধ্য, কিন্তু ব্রুনেল সাহেব কিছুতেই নিরুদ্যম হইবার লোক ছিলেন না। তিনি উক্ত বিঘ্ন নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বহুল পরিমাণ ব্যাগ বা থলিয়া মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করাইয়া সুড়ঙ্গোপরিস্থ নদী মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন; ইহাতে জল শোষিত হইয়া নিম্নে গমন করিতে আর পারিল না। তৎপরে তিনি লৌহদ্বারা সুদৃঢ় এমন একখানি চাদর নির্ম্মাণ করাইলেন যে তাহা সুড়ঙ্গ মধ্যে ছাদ নিম্নে সংস্থাপিত করায় উপরের ভার তাহা ভেদ করিয়া পতিত হইতে পারিল না। এক্ষণে কর্ম্মকারগণ

অনায়াসে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। ৬ ইঞ্চি সুড়ঙ্গ কাটা [illegible] উক্ত লৌহ চাদর খানি একটু করিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। এবং সুদৃঢ় খিলানসমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া যে সকল স্থান কাটা হইয়াছে তাহাকে নির্ব্বিঘ্ন করা হইতে লাগিল। এতদূর সাবধানতার সহিত কার্য্য করিলেও প্রায় মধ্যে মধ্যে উক্ত খিলান ভগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে বহুল অর্থ ও জীবন এককালে বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। ব্রুনেল কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। নানা উপায়ে তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ সম্পন্ন করেন। ১৮ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া শেষে এই পরমাদ্ভুত সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইল; যাহা মনুষ্য শক্তির অসাধ্য হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর হইল! এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহা শুনিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। কথিত আছে প্রতি গজ পথ নির্ম্মাণে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। এক্ষণে ইহার মধ্য দিয়া "ইষ্ট লণ্ডন রেলওয়ে" গমন করিয়াছে।

সম্পূর্ণ।